জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৭৩ • ৫ অগাস্ট, ২০২৫ • ১৯ শ্রাবণ ১৪৩২ • মঙ্গলবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 73 • JAGO BANGLA • TUESDAY • 5 AUGUST, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

অবিশ্বাস্য জয়

ওভালে ইংল্যান্ডকে ৬ রানে পরাজিত করে অবিশ্বাস্য টেস্ট জয় শুভমন গিলের দলের। সেই সঙ্গে সিরিজও ড্র করল ভারত। অসাধারণ বোলিং করে ইংল্যান্ডের মেরুদণ্ড ভাঙলেন সিরাজ ও প্রসিধ কৃষ্ণ

পার্বত্য এলাকায় ধস

দক্ষিণে ক্রমেই বাড়বে গরম। সঙ্গে পাল্লা চরমে উঠবে অস্বস্তি। প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে বঙ্গোপসাগর থেকে। এর জেরেই উত্তরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

বিয়ে ও ধর্মান্তরিত হতে নারাজ মধ্যপ্রদেশে তরুণীকে কুপিয়ে খুন

ওড়িশায় কালাজাদুতে যুবককে শ্বাসরোধ করে, যৌনাঙ্গ কেটে খুন

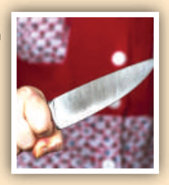

যতদিন পর্যন্ত না সুস্থ হচ্ছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক

প্রতিবেদন : তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা হলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সংসদীয় দলের বৈঠকে জানিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যেহেতু সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ, তাই যতদিন না তিনি সুস্থ হচ্ছেন, লোকসভার দলনেতা অভিষেক। এদিনের বৈঠকে নেত্রী জানান, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসুস্থতার কারণে লোকসভায় কিছু সমন্বয়ের অভাব তৈরি হচ্ছে, তাই এই সিদ্ধান্ত। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের সঙ্গে

আমি সম্মানিত : অভিষেক

কথা বলে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন। যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ও নীতিগত বিষয়ে দলনেত্রীর সঙ্গে কথা বলে তাঁর নির্দেশমতো কাজ করবেন। সংসদীয় দলের বৈঠকে এ-সংক্রান্ত প্রস্তাব দেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ই। দলনেত্রী তা অনুমোদন করেন।

দায়িত্ব পাওয়ার পরেই অভিষেক এক্স-হ্যান্ডেলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলীয় সাংসদদের। বলেছেন, আমার উপর বিশ্বাস রাখায় আমি গর্বিত। আমরা সকলে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করব। সংসদে তৃণমূলের আওয়াজ একইরকম ভাবে শক্তিশালী থাকবে। স্বৈরাচারী কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করব এবং সংবিধানের মূল আধার— বিচার, স্বাধীনতা, সমতা এবং সহমর্মিতার বার্তা তুলে ধরব। আমাদের লক্ষ্য স্পষ্ট, বাংলার মানুষের অধিকার এবং সম্মান রক্ষা করতে হবে। প্রত্যেকটি কর্মী ও সমর্থককে অভিনন্দন। (এরপর ১২ পাতায়)

আরামবাগ ও ঘাটালে আজ মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : আজ, মঙ্গলবার আরামবাগ হয়ে ঘাটাল যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুটি জায়গাতেই বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন তিনি। আজ প্রথমে আরামবাগ পৌঁছবেন তিনি। সেখান থেকে যাবেন কামারপুকুর চটিতে। সেখান থেকে ভার্চুয়ালি মঠের একটি অতিথি নিবাস ও কার পার্কিংয়ের উদ্বোধন করবেন। এরপর খানাকুল-সহ আরামবাগের বন্যা পরিস্থিতি ঘুরে দেখবেন। সেখান থেকে যাবেন ঘাটাল। এই অঞ্চলের ময়রাপুকুরে অপেক্ষায় থাকবেন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, (এরপর ১২ পাতায়)

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

রেকর্ড, দু’দিনে সাড়ে ৪ লক্ষ

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত কর্মসূচি ফের নজির সৃষ্টি করল। বাংলায় সম্প্রতি শুরু হয়েছে ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’। এই কর্মসূচিতে ফের নজিরবিহীন সাড়া পেতে শুরু করেছে রাজ্য। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সেই সাফল্যের কথা তুলে ধরলেন। তথ্য-পরিসংখ্যান পেশ করে তিনি জানান, ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ কর্মসূচিতে শনিবার ও সোমবার দু’দিন মিলিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ১২০০টির বেশি শিবির (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

কুৎসার ছোবড়া

ভাষা ব্যঞ্জনায়-ব্যঞ্জন বর্ণ
নিন্দুকের ভাষায় কুৎসা,
বর্ণনায় গাঁথা নিন্দা পরিচয়
সবটাই ব্রাত্য দিশা।
শব্দ পরিচয়!
দাঁতের দাঁতন,
নিজের লাঠির,
তিক্ত তিক্ততার।
বাঁধ ভেঙে যায় সব সত্যের,
তথ্য হয়ে যায় জঞ্জাল।
কর্মক্ষেত্রে এত বিষের জ্বালা,
সর্বঘটের কাঁঠালিকলায়
কূটকচালির খবর,
গোয়েন্দাগিরির মিথ্যাচার।
মিথ্যা ভর্ৎসনার বুভুক্ষু ব্যাকুলতা!
এত হিংসুটে, ঈর্ষা শকুনি!
মন্থরার মাথার জটচুলা।
দুন্দুভিতে দ্বন্দ্বদশেরা—
রাবণ অমাবস্যার অশনিকুল
উচ্ছ্বাস-উচ্ছে-তরঙ্গ
নিম বনানীর নিম্বু পরিবেশ।
নিমেষ পথিকের মানকচু!
ভেংচিকাটার ভাঙন দোলনা
ছিলো মানুষ, হয়েছে রোবট।
ফিকির ফেরেববাজের ঘূর্ণি ঝোলনা।
জ্ঞানের আমসত্ত্বর শুকনো খোলা,
মাংস নেই পড়ে আছে
শুঁটকো চামড়া!
খাবার দরকার নেই
ওটা খবরের কুৎসার ছোবড়া।

দুই জেলার সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক

আজ মেগা ভার্চুয়ালে অভিষেক

প্রতিবেদন : সোমবার থেকে জেলাওয়ারি সাংগঠনিক বৈঠক শুরু করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তাঁর ক্যামাক স্ট্রিটের দফতরে প্রথমে কোচবিহার ও পরে আলিপুরদুয়ার জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দুই জেলার তৃণমূল নেতৃত্বকে একাধিক নির্দেশ দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। রাজ্য সরকারের নয়া কর্মসূচি ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ নিয়ে বাড়তি গুরুত্ব ও নজর দেওয়ার কথা বলেছেন অভিষেক। এছাড়াও রাজ্য সরকারের সব উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির সুফল যাতে দুই জেলার প্রতিটি মানুষ পান সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বলা

আলিপুরদুয়ারের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

হয়েছে। এদিনের বৈঠকে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার প্রতিটি বিধানসভা ধরে (এরপর ১০ পাতায়)

ভাষাই নয় বাংলা! রাজ্য ফুঁসছে মালব্যর কথায়

প্রতিবেদন : ছিঃ বিজেপি ছিঃ! এরা বলে কী! বলছে কি না, ‘বাংলা’ বলে কোনও ভাষা নেই! কার মুখের কথা? বিজেপির আইটি সেলের চেয়ারম্যান অমিত মালব্য! এরপর কি বিজেপিকে বাংলার মাটিতে রেয়াত করা উচিত! এবার সময় এসেছে বাংলার মাটি থেকে বিজেপির নাম ও নিশান মুছে ফেলার। বিজেপি মনে রেখো, বাংলা ভাষার অপমান মানে বাংলা মা’কে অপমান। এর জবাব তোমরা কড়ায়-গন্ডায় পাবে।

একদিন আগেই দিল্লি পুলিশ বঙ্গভবনকে চিঠি লিখেছিল বাংলাকে ‘বাংলাদেশি ভাষা’ উল্লেখ করে। নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহদের অঙ্গুলিহেলনে দিল্লি পুলিশের এই নির্লজ্জ আচরণের পর গর্জে উঠেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলার বিশিষ্টজনেরা। অপমানিত বাংলা দাবি তুলেছিল, অবিলম্বে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে দিল্লি পুলিশ ও (এরপর ১০ পাতায়)

২
৫ অগাস্ট ২০২৫
মঙ্গলবার

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

5 August, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৬৫ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু। পাক সেনারা নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে এদেশে ঢুকলে ভারত পাল্টা জবাব দেয়। ৭০ দিন ধরে চলা এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের হাজার হাজার সেনা নিহত হয়।

২০১৯ ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ করা হল ভারতীয় সংবিধান থেকে। এভাবে মোদি-সরকার জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা রদ করে তাকে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করে।

১৯২৬ হুডিনির (১৮৭৪-১৯২৬) জাদু তাক লাগিয়ে দিল। ঘটনাস্থল নিউ ইয়র্কের শেল্টন হোটেলের সুইমিং পুল। উপস্থিত সাংবাদিকদের চোখের সামনে দেড় ঘণ্টা জলের নিচে কফিনের ভেতর তালাবন্দি অবস্থায় থাকার পর জীবন্ত অবস্থায় বেরিয়ে এলেন। এর আগে হাতি ভ্যানিশ করেছেন, পেরেক মেরে বন্ধ করে দেওয়া বাক্স থেকে বেরিয়ে এসেছেন, খেয়েছেন ছুঁচ আর ব্লেড। কিন্তু এমন তাজ্জব-করা ব্যাপার আগে কখনও দেখাননি। এই জাদু দেখাবার কয়েক মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

১৭৭৫ মহারাজা নন্দকুমারের (১৭০৫-১৭৭৫) ফাঁসি হল এদিন। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমিন ছিলেন। সিরাজের রাজত্বকালে তাঁর আচরণ সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল না। মিরজাফরের সুপারিশে তিনি দিল্লির বাদশাহের কাছ থেকে 'মহারাজা' উপাধি পান। ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ এনে তাঁর চক্ষুশূল হন। ক্ষুব্ধ হেস্টিংস নন্দকুমারের বিরুদ্ধে দলিল জাল করার মিথ্যা অভিযোগ আনেন। হেস্টিংসের বন্ধু ইলাইজা ইম্পে তখন প্রধান বিচারপতি। তাঁর বেআইনি বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। কলকাতা রেসকোর্সের কাছে কুলিবাজারের মোড়ে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়।

১৯৩১ গীতা দে (১৯৩১-২০১১) এদিন হাজারিবাগে জন্ম নেন। মাত্র ছ'বছর বয়সে অভিনয় জীবনের শুরু। প্রথম ছবি 'আহুতি'। অভিনীত ছবিগুলোর মধ্যে আছে 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমলগান্ধার', 'সমাপ্তি', 'জতুগৃহ', 'হাটেবাজারে' প্রভৃতি। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন।

১৯১৬ নলিনী দাশ (১৯১৬-১৯৯৩) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর এই নাতনি শিশুসাহিত্যিক। লীলা মজুমদার ও সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে আছে 'মধ্যরাতের ঘোড়সওয়ার', 'গোয়েন্দা গন্ডালু', 'সাত রাজার ধন এক মানিক' প্রভৃতি।

১৮৫০ মপাসাঁ (১৮৫০-১৮৯৩) এদিন ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটগল্পের এই রূপদক্ষ স্রষ্টা বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্প নামক জ্যঁরটির জনকরূপে বন্দিত। তাঁর কলম থেকে সাহিত্যপ্রেমীরা প্রায় কুড়িটি ছোট গল্পের সংকলন পেয়েছে। আটটি উপন্যাসও লেখেন তিনি। সমালোচকদের মতে, তাঁর প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্প 'বুল দে সুইফ'ই একটি মাস্টারপিস।

১৯৩০ নিল আর্মস্ট্রংয়ের (১৯৩০-২০১২) জন্মদিন। এই মার্কিন নভশ্চর প্রথম মানুষ যিনি চাঁদের মাটিতে হাঁটাচলা করেন।

২০০৬ মিতালি রাজ প্রথম টি-২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে ভারতের হয়ে মাঠে নামলেন। এদিন প্রতিপক্ষ ছিল ইংল্যান্ড। ২০১৯-এর সেপ্টেম্বরে টি-২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নেন তিনি।

পার্টির কর্মসূচি

মহিষাদলে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে স্থানীয় বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী, বিডিও বরুণাশিস সরকার সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

....

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৬৪

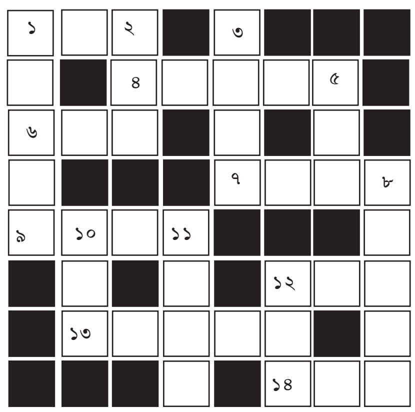

পাশাপাশি : ১. ব্যবধান, অন্তর ৪. বিষ্ণুর নিদ্রা ৬. সম্মান, কদর ৭. গিরিমাটি ৯. বিপদহীন, নির্বিঘ্ন ১২. নাদ ১৩. ভিন্ন সময় ১৪. বালিকাবধূ।

উপর-নিচ : ১. পরিশ্রম ২. শ্রেণি, সারি ৩. প্রশ্রয় ৫. পয়ঃপ্রণালী, ড্রেন ৮. দেশীয় তাঁতের অংশবিশেষ ১০. নিশাচর, রক্ষ ১১. পাহারা দেওয়ার কাজ ১২. মোদের—, মোদের আশা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৬৩ : পাশাপাশি : ১. ফেভারিট ৩. পল্লবী ৫. বধ ৭. কঞ্জুস ৮. রজনি ১০. আকথা ১২. তাবলে ১৪. ঠগ ১৭. ক্ষমতা ১৮. চারপোয়া। **উপর-নিচ:** ১. ফেরেব ২. টঙ্কক ৩. পরিসর ৪. বীরা ৬. ধনুক ৯. জরঠ ১১. থাতামুতা ১৩. লেপচা ১৫. গড়িয়া ১৬.পক্ষ।

৪ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০০১৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০০৬৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৫৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১২৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১২৮০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.৫০	৮৭.২৫
ইউরো	১০২.৭৯	১০১.৮৬
পাউন্ড	১১৮.০৯	১১৬.২৬

নজরকাড়া ইনস্টা

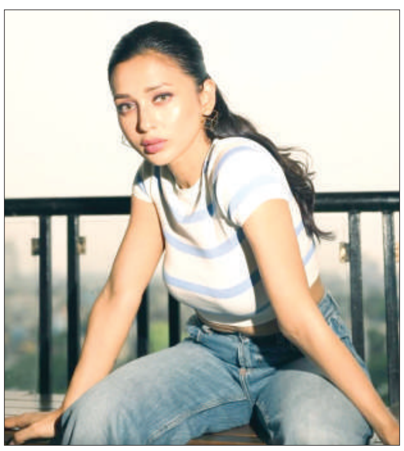

■ মিমি চক্রবর্তী

■ দেবলীনা কুমার

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

5 August, 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৫ অগাস্ট ২০২৫
মঙ্গলবার

বজবজ গঙ্গারঘাটে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল কিশোর। নাম সোহম সাউ (১৭)। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন

তথ্য দিয়ে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ফাঁস মুখ্যমন্ত্রীর

১১ গুণেরও বেশি জল ছেড়ে বাংলাকে ডুবিয়েছে ডিভিসি

প্রতিবেদন : ডিভিসি-র 'বন্যা নিয়ন্ত্রণ' আবারও বাংলাকে 'ডুবিয়ে' দিয়েছে। তথ্য-পরিসংখ্যান তুলে ধরে ডিভিসির বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে ডিভিসির বিরুদ্ধে গর্জে উঠে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, ডিভিসি-র এবারের ব্যর্থতা শুধু অন্যান্যবারের থেকে বেশিই নয়, অভূতপূর্ব। স্পষ্টতই কেন্দ্রের দ্বারা পরিচালিত সংস্থাটি আরও বেশি বাংলা-বিরোধী হয়ে উঠেছে। সারা ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার যে বাংলা-বিরোধী পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই বাংলাকে ডোবাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী পরিসংখ্যান সহযোগে বলেন, ২০২৪ সালের তুলনায় এ-বছর ডিভিসির জল ছাড়ার পরিমাণ ১১ গুণ বেড়েছে। ২০২৩ সালের তুলনায় বেড়েছে ৩০ গুণ! দক্ষিণবঙ্গে বন্যা ঘটানোর জন্য এটি একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা। এটি কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, বাংলাকে বিপদে ফেলার জন্য একটি ম্যান-মেড বিপর্যয়। তথ্যই সেকথা বলে দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এক্সে লেখেন, ডিভিসি ২০২৪ সালের জুন ও জুলাই মাসে জল ছাড়ে ৪,৫৩৫ লক্ষ কিউবিক মিটার। ২০২৫ সালের জুন ও জুলাই মাসে ডিভিসি জল ছেড়েছে ৫০,২৮৭ লক্ষ কিউবিক মিটার। এই বিপুল পরিমাণ জল ছাড়ার ফলে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা বিধ্বস্ত হয়েছে, বিপুল ফসল নষ্ট হয়েছে, প্রচুর

বাঁধ ভেঙেছে, অসংখ্য রাস্তা ভেঙেছে এবং হাজার হাজার মানুষকে ঘরবাড়ি ছাড়তে হয়েছে— তাঁদের জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়। মুখ্যমন্ত্রী ডিভিসিকে নিশানায় জানান, বাংলায় বন্যা ঘটানোর জন্য জল ছাড়ার পরিমাণ যেভাবে ক্রমাগত বাড়ছে, তা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও উদ্বেগজনক। এর মধ্যে আমি স্পষ্টই গভীর ষড়যন্ত্র দেখতে পাচ্ছি। অবিলম্বে এসব বন্ধ হওয়া দরকার। এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বলেন, বিভিন্ন বাঁধ থেকে নিয়ন্ত্রিতভাবে জল ছাড়ার জন্য রাজ্যের তরফে বারবার ডিভিসির কাছে অনুরোধ করা হয়েছে। এই নিয়ে একাধিকবার চিঠিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি।

■ সোমবার টালিগঞ্জে কিশোর কুমারের মূর্তির সামনে তথ্য সংস্কৃতি দফতর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া-র যৌথ উদ্যোগে সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবাদপ্রতিম শিল্পীর ৯৬তম জন্মদিনে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ঘোষ, ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস-সহ টালিগঞ্জের কাউন্সিলররা।

অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ সংস্কার শুরু সেচ দফতরের

প্রতিবেদন : অতিবৃষ্টি ও নদীতে জলস্ফীতির জেরে পশ্চিম মেদিনীপুরে কংসাবতী নদীর বাঁদিকের তীরে ভয়াবহ ভাঙন শুরু হয়েছে। ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণে জরুরি ভিত্তিতে কাজ শুরু করল সেচ দফতর। ১৪ থেকে ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে টানা বৃষ্টিপাত ও নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ার কারণে নদীর পাড় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নিচু এলাকা জলমগ্ন হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে মেদিনীপুর সদর ব্লকের ৩ নম্বর মানিদহা গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি মৌজায় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। গুড়গুড়িপাল থানার অন্তর্গত ওই মৌজাগুলিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজের জন্যও রাজ্যের সেচ ও জলপথ দফতর ইতিমধ্যেই এই কাজের জন্য জরুরি ভিত্তিতে টেন্ডার প্রকাশ করেছে। প্রতিটি প্রকল্প কাজ শুরুর ১০ দিনের মধ্যেই শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তিনটি প্রকল্পের সম্মিলিত আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকার কিছু বেশি। জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে টানা ভারী বৃষ্টিতে নদীতে প্রবল জলস্রোতের কারণে বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে তটস্থ থাকে সেচ দফতর। সেচ দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে স্বস্তি ফিরবে এবং বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলায় তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এই প্রকল্প রাজ্য সরকারের বৃহত্তর বর্ষা প্রস্তুতি পরিকল্পনারই অংশ। আবহাওয়া সংক্রান্ত দুর্যোগ মোকাবিলায় পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়ার প্রতিফলন হিসেবেই এই পদক্ষেপ রাজ্য প্রশাসনের।

মঙ্গলবার ডিএ মামলার শুনানি

প্রতিবেদন : ডিএ নিয়ে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করতে চায়। কিন্তু ২৫ শতাংশ ডিএ মেটাতে রাজ্যের আরও সময় লাগবে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এমনই আর্জি জানান রাজ্য সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি পিকে মিশ্রর বেঞ্চ মঙ্গলবার ডিএ মামলার বিস্তারিত শুনানি হবে বলে জানিয়ে দেয়। এরপরই শীর্ষ আদালত বিবেচনা করবে রাজ্যের আবেদন।

প্রেসিডেন্সির স্নাতকোত্তরে পরীক্ষা ২৪ অগাস্ট

প্রতিবেদন : প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে প্রবেশিকা পরীক্ষার দিন ঘোষণা করল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ড। আগামী ২৪ অগাস্ট হবে পরীক্ষা। চলতি বছর পরীক্ষা হওয়ার কথা ২৭ জুলাই। কিন্তু ওবিসি মামলা সুপ্রিম কোর্টে ঝুলে থাকায় পরীক্ষা পিছিয়ে যায়। অবশেষে সেই জটিলতা কাটতেই দিন ঘোষণা করা হল প্রেসিডেন্সির স্নাতকোত্তর স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষার দিনের। ওইদিন দুপুর ২টো থেকে সাড়ে ৩টে পর্যন্ত চলবে পরীক্ষা। ফল ঘোষণা করা হবে ৩১ অগাস্ট।

বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, ৮ অগাস্ট আবেদন করতে পারবে পরীক্ষার্থীরা। আবেদনের শেষ দিন ১১ অগাস্ট। ১২ অগাস্টের মধ্যে কোনও ভুল থাকলে তা সংশোধন করে আপলোড করতে হবে। অ্যাডমিট দেওয়া শুরু হবে ১৯ অগাস্ট থেকে। প্রসঙ্গত, ৯ অগাস্ট প্রকাশিত হবে প্রেসিডেন্সির স্নাতকের প্রবেশিকার ফল।

সামাজিক শ্রেণির তথ্য আপডেটের সময়সীমা ৫ অগাস্ট পর্যন্ত বাড়ল

প্রতিবেদন : ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে স্নাতকস্তরে ভর্তির কেন্দ্রীয় পোর্টালে আবেদনকারীদের সামাজিক শ্রেণি সংক্রান্ত তথ্য আপডেটের জন্য চূড়ান্ত সময়সীমা বাড়ল। মঙ্গলবার ৫ অগাস্ট, ২০২৫ রাত ১২টার মধ্যে আবেদনকারীরা তাঁদের সামাজিক শ্রেণি সম্পর্কিত তথ্য আপলোড বা সংশোধন করতে পারবেন। শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় অ্যাডমিশন পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে এই তথ্য আপডেট করতে পারবেন। এই সময়সীমা ছিল রবিবার ৩ অগাস্ট পর্যন্ত। সোমবার নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ উচ্চশিক্ষা দফতরের সচিব বিনোদ কুমারকে পাশে নিয়ে এই ঘোষণা করেন। তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্টের ২৮ জুলাই-এর নির্দেশের পরেই এই তথ্য আপডেটের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যেই এসএমএস, ই-মেইল এবং ফোন কলের মাধ্যমে বহুবার মনে করানো হলেও, এখনও বহু আবেদনকারী তাঁদের সামাজিক শ্রেণির তথ্য জমা দেননি। তাই তাঁদের আরও একবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই সমসয়সীমা বৃদ্ধির কথা তাঁদের ই-মেইল, এসএমএস করেও জানানো হবে বলে মুখ্যসচিব জানান। নতুন তথ্য আপডেট হওয়ার পর তার ভিত্তিতে কলেজে ভর্তির মেধাতালিকা প্রস্তুত করা হবে। উচ্চশিক্ষা দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, এবার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না দিলে, আবেদনকারীদের ডিফল্টার হিসেবে ধরা হবে এবং নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আরও জানানো হয়েছে, একবার সময়সীমা পার হয়ে গেলে সামাজিক শ্রেণির তথ্য সংশোধন বা আপডেট করার আর কোনও সুযোগ দেওয়া হবে না। সঠিকভাবে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিরাট সাফল্য পুলিশের উদ্ধার বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র-গুলি

সংবাদদাতা, বারাকপুর: বিরাট সাফল্য বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার খড়দহ থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট উপনগরপাল, চারু শর্মা (গোয়েন্দা বিভাগ) জানান, ৫টা লং আর্মস, ১টা কমপাকশন গান, ১টা বোল্ট এক্সান রাইফেল, ২টো ডাবল ব্যারেল গান, ১টা শর্ট ব্যারেল রাইফেল, ৯টা স্মল আর্মস-সহ ১৬ ম্যাগাজিন, ৯০৫ গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ১.৪ লাখ টাকা, ২৪৯ গ্রাম সোনা, ১৯.৭ কেজি কয়েন উদ্ধার হয়েছে। চারু শর্মা আরও জানান, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে গোয়েন্দা বিভাগ অভিযান চালায়। এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযুক্তর সঙ্গে বিহারের যোগ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ খবর পেয়ে সোমবার দুপুরে রহড়া থানার অন্তর্গত রহড়া এলাকায় প্রতিভা মঞ্জিল নামে একটি আবাসনে অভিযান চালায়। গ্রেফতার করা হয় মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ওরফে লিটন নামে এক ব্যক্তিকে। তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, নগদ টাকা ও সোনার গয়না উদ্ধার করা হয়।

■ সাংবাদিক বৈঠকে উদ্ধার হওয়া অস্ত্র দেখাচ্ছে পুলিশ। সোমবার।

ফায়দা লোটার চেষ্টা, প্রতিবাদে জেডিএ

প্রতিবেদন : নির্যাতিতার সেন্টিমেন্টকে সামনে রেখে ৯ অগাস্ট ফের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফায়দা তোলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল পিএইচএ ও জেডিএ। দলের সাধারণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় পাল জানালেন, কেন বারবার এ জিনিস ঘটবে। অভয়ার সেন্টিমেন্টকে সামনে রেখে এরা ব্র্যান্ডিং-এর খেলা খেলছে। আরজি করের প্রিন্সিপাল সেমিনার রুম দেননি বলেই শুনেছি। কারণ একতরফা তো হতে পারে না। জেডিএ-রও হক রয়েছে সেমিনার হল পাওয়ার। কিন্তু এবার ওদের এই নোংরামি বন্ধ হওয়া দরকার। এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জবাব দেবে বাংলা

লোকটার নাম অমিত মালব্য। কাজই হচ্ছে সমাজমাধ্যমে নানা কিছু পোস্ট করা। এরা পরিকল্পনা করে বাংলাকে, বাংলা ভাষাকে, বাঙালিকে অপমান করছে। বলছে বাংলা নামে নাকি কোনও ভাষাই নেই! বলে কী করে? তাও আবার ছাপার অক্ষরে? এ তো চরম অবিবেচকের মতো কথা, দেশের সংবিধানকে অমান্য করা। সংবিধান স্বীকৃত ২২টি ভাষার একটি বাংলা। কোন ভাষা বাংলা? জাতীয় সঙ্গীত এই ভাষাতে রচিত। দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত এই ভাষাতেই গেয়ে ওঠেন মানুষ। জাতীয় স্তোত্র এই ভাষাতে লেখা। বিশ্বের ২৫ কোটি মানুষ এই ভাষাতে কথা বলেন। বাংলাভাষীরাই স্বাধীনতার আগে কত আন্দোলনের জন্ম দিয়েছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিশ্বের প্রথম সাতটি ভাষার একটি। এই বাংলায় সব ভাষাভাষীর মানুষ স্বচ্ছন্দে কথা বলেন, থাকতে পারেন। তাই তো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী লড়াই করে রাজবংশী ভাষাকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। অন্য রাজ্যে থাকা বাংলাভাষীদের অনুপ্রবেশকারী তকমা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ জিনিস মানবে না বাঙালি। বাংলার বিজেপি নেতারা মেরুদণ্ডহীন। মালব্যর কথার নিন্দা করার সৎ সাহস নেই। এরা চায় এক দেশ, এক ভাষা। এটা বাঙালি হতে দেবে না। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে ভাঙতে দেবে না। নির্বাচন এগিয়ে আসছে। বিজেপির প্রত্যেকটি বেয়াদপির জবাব দেবেন মানুষ। বুঝিয়ে দেবেন এ মাটি রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষ, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতার মাটি। এত সহজে পার পাবে না বেয়াদপ, অসভ্যরা। কড়ায়-গন্ডায় জবাব হবে। অপেক্ষা করুন ছাব্বিশের নির্বাচনের জন্য। পরপর তিনবার বিজেপিকে জবাব দিয়েছেন বাংলার আমজনতা। ছাব্বিশের নির্বাচনে ওদের ধুয়ে-মুছে সাফ করে সমঝে দেবেন।

চিরকাল বহিরাগত থাকবে বিজেপি

বিজেপি নেতারা বাংলায় থাকছেন। বাংলার মাটিতে রাজনীতি করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছেন তাঁরা। ভোটে দাঁড়িয়ে নির্বাচিতও হয়ে যাচ্ছেন কোনও কোনও ক্ষেত্রে। তাঁরাই আবার বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলছেন! বাংলাভাষীদের হেনস্থা করছেন তাঁরা। প্রাপ্য অর্থ তাঁরা বন্ধ করে দিয়ে বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা করছেন। তাঁরাই তো বহিরাগত। তৃণমূলের দর্শন 'বাংলাবিরোধীদের বিসর্জন'। আর ভোটার তালিকা সংশোধন! এ নিয়ে এতদিন হইচই হয়নি, কারণ দরকার পড়েনি। এখন পড়ছে, কারণ, নির্বাচন কমিশন এখন বিজেপির শাখা সংগঠনের মতো কাজ করছে। কারণ, বিহারে ভোটারদের নাম বাদ পড়ার নির্দিষ্ট 'প্যাটার্ন'। নির্বাচন কমিশন খসড়া তালিকা প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে, মূলত ভোটার বাদ গিয়েছে বিরোধী দুর্গ বলে পরিচিত জেলাগুলিতেই। শুধু তাই নয়, বাদ যাওয়া ভোটারদের সিংহভাগই মহিলা এবং সংখ্যালঘু। ইন্টেনসিভ রিভিশনে বাদ যাওয়া ভোটারদের ৫৫ শতাংশই মহিলা। একইসঙ্গে রাজ্যের যে ১০টি জেলায় সবথেকে বেশি সংখ্যক নাম বাদ পড়েছে, তার পাঁচটিই সংখ্যালঘু বা মুসলিম প্রভাবিত। বিরোধীদের জনভিত্তিকে নিশানা করাটাই কি এসআইআরের উদ্দেশ্য। খসড়া তালিকাই বলছে, ৩৮ জেলার মধ্যে যে ১০টিতে ভোটার বাদ পড়ার হার সবচেয়ে বেশি, তার পাঁচটিই মুসলিম প্রভাবিত—পূর্ণিয়া, কিষাণগঞ্জ, মধুবনী, ভাগলপুর, সীতামারি। এই জেলাগুলিতে 'ছাঁটাই'য়ের হার ৯ থেকে ১২ শতাংশ। সারন, ভোজপুর, সিওয়ানের মতো জেলা পরিচিত বিরোধী মহাগঠবন্ধনের গড় হিসেবে। সেখানেও যে হারে নাম বাদ পড়েছে, তাতে আরজেডির ভোটব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হল বলেই ওই আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। একইভাবে পাটনা (জোটের ৯ আসন), মগধ অঞ্চলের ঔরঙ্গাবাদের মতো বিরোধী গড়গুলিতেও একই শঙ্কা থাকছে। এই এলাকায় ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দাপট দেখিয়েছিল আরজেডি জোট। এছাড়াও সমস্তিপুর, বৈশালী, মুজফফরপুরেও খসড়া তালিকায় নাম বাদের হার রাজ্য-গড়ের তুলনায় বেশি। এই জেলাগুলির গুরুত্ব কোথায়? গত লোকসভা ভোটে এই সব এলাকায় জয়ের মার্জিন কিন্তু ছিল নগণ্য। এই ষড়যন্ত্রের কারণেই এত হইচই। এত প্রতিবাদ।

— সুদীপ পোড়েল, পাটুলি, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

নেই কোনও লুকোচুরি সবটাই সরাসরি

ভূভারতে ইতিপূর্বে এমন বৈপ্লবিক পদক্ষেপ দেখা যায়নি। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের একেবারে সুস্পষ্ট উদ্ভাসন। 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান', একেবারে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের নির্যাস হয়ে প্রকটিত। দেওয়াল লিখন বলছে, অনতি আগামীতে এই পথেই চলার চেষ্টা করবে বাকি ভারতবর্ষ। সূচনা হল বাংলায়, পথ দেখালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখছেন অধ্যাপক **ড. রূপক কর্মকার**

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একের পর এক জনহিতকর প্রকল্প যেমন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কর্মশ্রী আজ বিশ্ববাসীর কাছে সমাদৃত। এত বঞ্চনা, এত বিদ্বেষ, এত কুৎসা সত্ত্বেও মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর একের পর এক মাস্টার স্ট্রোকে বিরোধী রাজনৈতিক দল আজ কুপোকাত। সরকারি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিসকে কীভাবে মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে আসা যায় তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার করে দেখিয়েছে 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্প করে, যার সুবিধাও মানুষ হাতেনাতে পেয়েছে। বাম জমানায় মানুষ সরকারি অফিসে যেতে ভয় পেত। সাধারণ মানুষের কাজ লাল সুতোর গেরোয় আটকে দিনের পর দিন পড়ে থাকত। সরকারি অফিস থেকে কাজ বের করে আনা ছিল চরম দুঃসাধ্যের। আজ সেই সরকারি অফিস মানুষের দুয়ারে বসে চটজলদি কাজ সম্পন্ন করছে, তাও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। তা একমাত্র সম্ভবপর হয়েছে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দুয়ারে সরকার প্রকল্পের মাধ্যমে। দুয়ারে সরকারের নবম পর্যায়ে এসে ৭.৭৫ লাখ শিবিরের মাধ্যমে প্রায় ১২ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে দুয়ারে সরকার প্রকল্প। এই ১২ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৯ কোটি মানুষ ইতিমধ্যেই পরিষেবা পেয়েছেন। যা এক কথায় অভূতপূর্ব।

কৃষি, শিল্প ও পরিষেবা এই তিনটি ক্ষেত্রই পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে শুধু নয়, বৃদ্ধির হার জাতীয় ক্ষেত্রের থেকেও অনেকটাই বেশি। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের তথ্য অনুসারে সঠিক পরিকল্পনা নীতির ওপর ভরসা করে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি জিএসডিপি-এর হিসাবে ১৮ লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। রাজ্য সরকার নিজের প্রচেষ্টায় বিচক্ষণতার সঙ্গে আর্থিক ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে নিজস্ব আয় অর্জন করেছে। রাজ্যের নিজস্ব কর বাবদ আয় চারগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। মূলধনী ব্যয় যা কিনা কোনও রাজ্যের পরিকাঠামো কতটা উন্নত হল তার জানান দেয়, অর্থাৎ কোনও রাজ্যের উন্নতিতে রাস্তাঘাট, ফ্লাইওভার, নানান শিল্প করিডর ইত্যাদি পরিকাঠামো ব্যাপকভাবে নির্ভর করে।

২০১০-১১ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মূলধনী ব্যয় ১৩ গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২৮৯৬৩.০৯ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। সারাদেশ যেখানে বেকারত্বের জ্বালায় ভুগছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৪০ শতাংশ বেকারত্ব হ্রাস করেছে, যা কেন্দ্রের নীতি আয়োগও মেনে নিয়েছে। রাজ্যকে আর্থিক বঞ্চনা করেও যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার নানান সামাজিক প্রকল্প যেমন গৃহনির্মাণ প্রকল্প, খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প, সামাজিক সুরক্ষা এবং কল্যাণমূলক প্রকল্পে বাজেটে বরাদ্দ অনেকটাই কমিয়েছে, সেইখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানান সামাজিক প্রকল্পে ঢালাও বরাদ্দ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে মনরেগা প্রকল্প বন্ধ হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্মশ্রী প্রকল্প চালু করেছে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় টাকা বন্ধের ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দরিদ্র মানুষের স্বার্থে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্প চালু করেছে। প্রথম ধাপে এক বা দুই হাজার নয়, প্রায় ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে বাংলার বাড়ি তৈরি করে দেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব তহবিলের ওপর ভর করে কন্যাশ্রী প্রকল্পে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়েছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে মহিলাদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়েছে, কর্মশ্রী প্রকল্পে প্রান্তিক মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়েছে, বাংলার বাড়িতে দরিদ্র মানুষের মাথায় ছাদ সুরক্ষিত হয়েছে, এবার পাড়ার স্বার্থ সুরক্ষিত করার পালা। তাই এবার 'আমাদের পাড়া-আমাদের সমাধান'।

যেকোনও প্রকল্প অর্থাৎ কোথায় রাস্তা হবে, কোথায় উড়ালপুল হবে, কোনও স্কুলের ঘরটা ভেঙে পড়েছে, কোথায় একটি জলের কল দরকার, কোথায় ড্রেন হলে জল নিষ্কাশনের সুবিধা হবে এইরকম আরও কতরকম কাজ ঠিক হয় ওপরতলার ঠান্ডা ঘরে বসে, যাতে সুবিধার থেকে আফসোস অনেক সময় বেশি হয়ে যায়। সেই আফসোস যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে না থাকে তাই ভেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বড় পদক্ষেপ 'আমাদের পাড়া-আমাদের সমাধান'। আসলে এমন অনেক ছোটখাটো সমস্যা আছে এলাকাভিত্তিক যাতে সাধারণ মানুষরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইসব সমস্যা দেখার মতো সময় বা নজর অনেক সময় কর্তৃপক্ষের কাছে থাকে না। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু পাড়ায় কী কী সমস্যা হতে পারে সেই বিষয়ে কিছুটা হলেও অনুভব করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর, সর্বদাই চেষ্টা করা হয়েছে সরকার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করার। তার ওপরই ভর করে সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে পরিষেবা সঠিক সময়ে সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছায়। যার ফলস্বরুপ 'আমাদের পাড়া-আমাদের সমাধান' প্রকল্পের সূচনা। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হতে চলেছে এই প্রকল্প। যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কান্ডারি কোনও সরকারি অফিসার নয় বা কোনও রাজনৈতিক দলের নেতারা নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ। নির্দিষ্ট এলাকায় মানুষের কী চাহিদা তার ওপর ভর করেই নেওয়া হবে আগামীর পরিকল্পনা। পশ্চিমবঙ্গে কমবেশি প্রায় আশি হাজারের বেশি বুথ আছে। এই ৮০ হাজার বুথের প্রত্যেকটি বুথে কমবেশি কয়েকশো মানুষের বাস। অনেক সময় স্থানীয়ভাবে সরকারের কাছে নানান চাহিদা থাকে, চাহিদা পূরণের জন্য সরকার প্রতিটি বুথের জন্য ১০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করবে। এই বরাদ্দ ঠিক হবে বুথে বুথে মানুষের প্রয়োজনের ভিত্তিতে। সারা বাংলা জুড়ে প্রায় ২৭ হাজারেরও বেশি ক্যাম্প হবে। এই মহান কর্মযজ্ঞ চলবে ৬০ দিন ধরে এবং পরবর্তী ৩০ দিন ধরে সেইসব চাহিদার মূল্যায়ন হবে অর্থাৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন হবে ঠিক ৯০ দিনের মাথায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় আট হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এই প্রকল্পে।

এক কথায় বলা যায়, এই প্রকল্প এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হতে চলেছে। আগামী দিনে এই প্রকল্প যে মানুষের মনের মণিকোঠায় জায়গা করে নেবে তা হলফ করে বলা যেতে পারে। এখানেই শেষ নয়, বঞ্চনা-কুৎসাকে উপেক্ষা করেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেভাবে সাধারণ মানুষের স্বার্থে লড়াই করে যাচ্ছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

উলুবেড়িয়ার রণমহল সোভানিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'

উদ্যোগী মুখ্যমন্ত্রী ▪ কৃষি বিপণন দফতরের পদক্ষেপ

১০টি ফসলভিত্তিক হাব রাজ্যে

প্রতিবেদন : রাজ্যের কৃষকদের ফসল বিক্রির সুবিধা বাড়াতে এবং আয় বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করতে রাজ্য সরকারের কৃষি বিপণন দফতর রাজ্য জুড়ে ১০টি 'কমোডিটি স্পেসিফিক হাব' বা ফসলভিত্তিক হাব গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হল কৃষকদের ফসল সংগ্রহ পরবর্তী পরিকাঠামো উন্নত করে তাঁদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়া নিশ্চিত করা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মর্মে দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন, কৃষক বাজার ও মার্কেট ইয়ার্ডগুলির যেসব জায়গা এখনও অব্যবহৃত, সেগুলিকে ব্যবহার করে দ্রুত এই হাবগুলি স্থাপন করতে হবে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের মধ্যেই এই সমস্ত হাব কার্যকর করার লক্ষ্য স্থির হয়েছে। প্রতিটি হাবে থাকবে ফসল সংগ্রহ, ছাঁটাই, গ্রেডিং, ধোয়া, প্যাকিং, সংরক্ষণ এবং পরিবহণের পরিকাঠামো। এর ফলে কৃষকরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল স্থানীয়ভাবে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আরও ভাল দামে বিক্রি করতে পারবেন। পাশাপাশি, পচে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে। রাজ্য সরকারের আশা, এর ফলে শুধুমাত্র কৃষকরাই নন, ভোক্তারাও উপকৃত হবেন— তাঁরা তুলনামূলকভাবে কম দামে উন্নত গুণমানের ফসল পেতে পারবেন।

পার্বত্য অঞ্চলে ধস, উত্তরে বৃষ্টি

প্রতিবেদন : দক্ষিণে ক্রমেই বাড়বে গরম। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চরমে উঠবে অস্বস্তি। বৃষ্টি না হলে গরম আরও বাড়বে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে কয়েক জেলাতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে বঙ্গোপসাগর থেকে। এর জেরেই উত্তরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টির কারণে নদীর জলস্তর বাড়বে। তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা নদীতে জলস্তর বাড়বে। নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায় ধস নামার আশঙ্কা।

▪ মহিষাসুরমর্দিনী ও চণ্ডীপাঠের জনক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ১২০তম জন্মদিবস ও অমর শিল্পী কিশোর কুমারের ৯৬তম জন্মদিবস উপলক্ষে নবান্নে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের। সোমবার।

▪ কিশোর কুমারের জন্মদিনে তাঁর মূর্তিতে শ্রদ্ধা মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের। শচীনদেব বর্মনের মূর্তিতেও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। সোমবার সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে।

জাল নোট-সহ গ্রেফতার এক

সংবাদদাতা, বসিরহাট: ফের পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার হল জাল নোট। গ্রেফতার এক। সাফল্য বসিরহাট পুলিশের। হাড়োয়া থানার খাসবালান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাঁঝা এলাকা থেকে উদ্ধার হয় জাল টাকা। পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাতে কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে সইফুদ্দিন মোল্লা (৩৬) যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত ওই যুবককে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

মামলায় অনুমতি

প্রতিবেদন: আগামী ৯ অগাস্ট নবান্ন অভিযানের বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করার আবেদন জানান হাওড়া নিবাসী এক ব্যবসায়ী। আবেদনে তিনি বলেন, এভাবে বারবার নবান্ন অভিযানের ফলে তাঁদের মতো সাধারণ ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হচ্ছে। সোমবার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি জানান মামলাকারীর আইনজীবী। সওয়াল শুনে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন। ৬ অগাস্ট মামলার শুনানি।

মামলা খারিজ

প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর নিয়ে বিএলওদের একাংশের দায়ের করা মামলায় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশের ওপর কোনও হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত মামলাকারীদের কী কাজ তা কমিশন নির্দিষ্ট করে বলেনি। তাই এই মামলার নিষ্পত্তি করে দেওয়া হল।

▪ বিজেপি রাজ্যে বাংলা ভাষা ও বাঙালিকে অপমানের প্রতিবাদে বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভায় এক ঐতিহাসিক মিছিল। নেতৃত্বে ছিলেন ১ নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ সরিফুল মণ্ডল, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সফিকুল জমাদার।

২৮ অগাস্টই পরীক্ষা পালটা দিল তৃণমূল

প্রতিবেদন: আগামী ২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস। ওইদিন সংগঠনের তরফে ছাত্র সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওইদিনই আবার পরীক্ষার দিন ফেলেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এই নিয়ে সংগঠনের তরফে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পরীক্ষার দিন বদলের আর্জি জানানো হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য তাতে রাজি হননি। সোমবার উপাচার্যের সিদ্ধান্তেই সিলমোহর দিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট। এই নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, আমরা মনে করি একটা বড় ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচি তাঁদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। সেদিন বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী সেখানে যাবেন। সেদিন গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা না রাখাই ভাল। সেই অনুরোধই করা হয়েছিল। কিন্তু যদি কারও প্রাথমিক তাগিদ থাকে বেছে বেছে ওইদিনই পরীক্ষা ফেলতে হবে তাহলে তাঁদের অবস্থানটা বুঝে নিতে হবে আমাদের। যেমন, বিজেপি। তাদের বেছে বেছে একুশে জুলাইয়েই সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু করতেই হবে। এদের ধারক, বাহকরাই ওখানে রয়েছেন।

আদানি নবান্নে

প্রতিবেদন : সোমবার নবান্নে আসেন গৌতম আদানি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। তবে সেই বৈঠকে কী কী বিষয়ে কথা হয়েছে, তা নিয়ে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি।

▪ বিজেপির ভাষা-সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সোমবার হাওড়া সদর তৃণমূলের প্রতিবাদ সভা ও মিছিল। রয়েছেন মন্ত্রী অরূপ রায়, মনোজ তিওয়ারি, বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, যুবনেতা কৈলাস মিশ্র-সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ।

দশ বছর পর 'দেশু' এক মঞ্চে

প্রতিবেদন : দশ বছর পর 'দেশু' এক মঞ্চে। এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। হ্যাঁ, এখন থেকে তাঁরা এই নামেই পরিচিত হলেন। তৈরি হল চিরন্তন জুটি। মাইলফলক তৈরি করল ৪ অগাস্টের গোধূলির সন্ধিক্ষণ। পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি 'ধূমকেতু'র জমকালো ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠান। ন'বছর পর মুক্তি পাচ্ছে এই ছবি। সব আশঙ্কাকে দূরে সরিয়ে রেখে দেব-শুভশ্রী এক মঞ্চে হাজির হলেন। একসঙ্গে পাঁচটা ছবিতে কাজ করেছেন। 'ধূমকেতু' ছয়। ছয়েই ছক্কা হাঁকালেন দেব-শুভশ্রী। মঞ্চে হাজির ছিল গোটা 'ধূমকেতু' টিম। ভক্তদের উচ্ছ্বাসে, উল্লাসে সেই মুহূর্তে যেন চাপা পড়ে যাচ্ছিল সব কিছু। শুধু আবেগ আর আবেগ। একটাই স্লোগান— শিরায় শিরায় রক্ত, আমরা দেব-শুভশ্রীর ভক্ত। মান-অভিমান ঝগড়া, রাগ সব কিছু ধুয়ে মুছে দিলেন তাঁরা। শুভশ্রী তাঁর ফ্যানদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমাদের জুটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমরা কোনও এফর্ট দিইনি। আমরা বেঁচে থেকেছি তোমাদের ভালবাসায়, তোমাদের অনুভূতিতে। বাংলার দুই সুপারস্টারের নতুন করে বন্ধুত্ব হল। দেব তাঁর ফ্যানদের উদ্দেশ্যে বললেন, ধূমকেতু আমাদের কাছে শুধুই একটা সিনেমা নয়, এমন একটা ছবি যা আবেগ বা শব্দ দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। আগামী ১৪ অগাস্ট মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি।

▪ ধূমকেতু'র ট্রেলারে দেব ও শুভশ্রী।

▪ জগৎবল্লভপুরের শঙ্করহাটি-২ নম্বর পঞ্চায়েতে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরে বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ-সহ প্রশাসনিক কর্তারা।

স্বামীকে খুন, গ্রেফতার স্ত্রী ও প্রেমিক

সংবাদদাতা, উস্তি : স্বামীকে খুন করে অপহরণের নাটক শুরু করেছিল স্ত্রী। গত মে মাসে স্বামীর অপহরণে অভিযোগ দায়ের করে উস্তি থানায়। পুলিশ তদন্তে নামার পরই শেষ হয়ে যায় স্ত্রীর জারিজুরি। প্রায় দুই মাস নিখোঁজ থাকার পর মহসিন হালদারের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় স্ত্রী তনুজা বিবি ও তার প্রেমিককে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি থানার হরিহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। মহসিনের স্ত্রী তনুজা বিবি স্বামীর অপহরণের অভিযোগ করলেও তদন্ত চলাকালীন পুলিশের সঙ্গে অসহযোগিতা শুরু করে। তখনই সন্দেহ হয় পুলিশের। মহসিনের ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। তনুজা বিবি প্রেমিক হাবিবুল্লাহ খানের সঙ্গে মিলে মহসিন হালদারকে খুন করে দেহ ঝোপের মধ্যে ফেলে দেয়।

রাজ্য
5 August, 2025 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সোমবার দক্ষিণ হাওড়া হাসপাতাল পরিদর্শন করে সেখানকার সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক করলেন শিবপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি

মোদিরাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার

বিদ্বেষের আগুনেই পুড়বে বিজেপি

প্রতিবেদন : বিজেপি ভেবেছেটা কী? গোটা দেশে এমনই এমন এক বিদ্বেষপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করেছে যে, বাংলার বাইরে বাঙালি হওয়াটাই অপরাধ! একের পর এক বিজেপি-রাজ্যে বাঙালি হেনস্থা হয়েই চলেছে। এবার মোদিরাজ্যে কাজে গিয়ে চরম হেনস্থার মুখে পড়লেন বাংলার ১২ জন পরিযায়ী শ্রমিক। এই ঘটনায় বিজেপিকে নিশানা করে তৃণমূল ক্ষোভ উগরে দিল বিজেপির বিরুদ্ধে। এক্স হ্যান্ডেলে কড়া নিন্দা জানিয়ে তৃণমূল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, যে জাতিবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার আগুন তারা জ্বালিয়েছে, শেষমেশ সেটাই গ্রাস করবে বিজেপিকে।

পিংলার বাঙালি শ্রমিকদের উপর গুজরাত পুলিশের অমানবিক নির্যাতনের ঘটনায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল জানিয়েছে, অত্যন্ত মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা। সাধারণ পোশাকে থাকা পুলিশ ভাড়া বাড়িতে জোর করে ঢুকে চুল ও কলার ধরে টেনে গাড়িতে তুলে থানায় নিয়ে যায় বাংলার শ্রমিকদের। থানার ভিতরে তাঁদের ওপর

■ গুজরাত পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়ে ঘরে ফেরা পিংলা-সবংয়ের শ্রমিকরা।

নির্মমভাবে অত্যাচার চলে। লাঠি দিয়ে মারধর, বুট দিয়ে লাথি, থাপ্পড় মারা হয়। পুলিশ জোর করে তাঁদের কাছে স্বীকারোক্তি চাইছিল যে, তাঁরা 'বৈধ অনুপ্রবেশকারী'। শ্রমিকেরা বারবার পুলিশকে অনুরোধ করেছেন, তাঁদের ফোন ও পরিচয়পত্র আনতে দেওয়া হোক। কিন্তু পুলিশ কিছু শুনতেই চায়নি। গুজরাতে জীবিকার সন্ধানে গিয়ে যে এভাবে নির্মম পুলিশি নির্যাতনের শিকার হতে হবে ভাবেননি পিংলা ও সবংয়ের ১২ জন পরিযায়ী শ্রমিক। গত ২৬ জুলাই গভীর রাতে কোনও নোটিশ ছাড়াই তাঁদের অস্থায়ী ঠিকানায় হানা দিয়ে নারকীয় অত্যাচার চালায় পুলিশ। শেষ পর্যন্ত একজন পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে গোটা ঘটনা জানান। তারপর রাজ্যের তরফে গুজরাত পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে শ্রমিকদের মুক্তি নিশ্চিত করা হয়। বুদ্ধদেব বারিক, সন্দীপ মাঝি, গণেশ মাঝিরা বলেন, আমাদের তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করে বলছে আমরা বাংলাদেশি। অথচ আমরা মেদিনীপুরেরই মানুষ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার জানান, পরিযায়ী শ্রমিকদের আটক করার খবর পেয়ে পরিচয়পত্র পাঠানোর পর তাঁদের ছেড়ে দেয় গুজরাত পুলিশ। জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদেরি জানিয়েছেন, তাঁদের কর্মশ্রী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে স্থানীয় পর্যায়ে কাজের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

■ ২০২০-র পর আবার ২০২৫। উৎকর্ষিণী সম্মান। শ্যামপুকুর বিধানসভার ছোট-মাঝারি পুজো মিলিয়ে প্রায় ১০০টি পুজো কমিটিকে সংবর্ধিত করা হল। বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আধুনিকতাকে সামনে রেখে এই সম্মান প্রদান। বড় পুজো কমিটিগুলো থেকে একজন করে বিচারক নিযুক্ত করে তাঁদের দ্বারা বিবেচিত সেরা পুজোগুলি পুরস্কৃত হবে। উৎকর্ষিণী সম্মানের মূল উদ্যোক্তা শ্যামপুকুর বিধানসভার বিধায়ক তথা মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ, অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সোমবার।

মিঠুনের বিরুদ্ধে গোপন জবানবন্দি

প্রতিবেদন : অভিনেতা ও বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে এবার আর্থিক বঞ্চনা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ। সোমবার শিয়ালদহ আদালতে গোপন জবানবন্দি দেন মিঠুনের প্রাক্তন সচিবের স্ত্রী। প্রাক্তন সচিব ও তাঁর স্ত্রী উত্তর কলকাতার চিৎপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন মিঠুনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, মিঠুন তাঁকে একটি হোটেলের ইন্টেরিয়র ডেকরেশনের কাজের জন্য প্রথমদিকে টাকা দিলেও পরের দফায় অতিরিক্ত কিছু কাজ করার জন্য তাঁকে চাপ দেওয়া হয়। কিন্তু সেই টাকা দেওয়া হয়নি।

অভিষেক মামলায় কোর্টে জোর ধাক্কা খেল গদ্দার

প্রতিবেদন : তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কোনও মানহানিকর মন্তব্য করতে পারবেন না রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর বিরুদ্ধে অভিষেকের দায়ের করা মানহানির মামলায় সোমবার এই নির্দেশ দিল আলিপুর আদালত। অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে আলিপুরের সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) ৮ম আদালতের বিচারক সোমনাথ কুণ্ডু জানান, আগামী ১৯ অগাস্ট পর্যন্ত সামাজিক মাধ্যম, ইলেকট্রনিক মাধ্যম বা মুদ্রণ— কোনও মাধ্যমেই লিখিত বা মৌখিকভাবে মানহানিকর কোনও শব্দ প্রকাশ করতে পারবেন না বিরোধী দলনেতা। আদালতের পর্যবেক্ষণ, বাকস্বাধীনতা মানহানিকর বা বিদ্বেষপূর্ণ অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বিশেষ করে যেখানে এটি জনসাধারণের ব্যক্তিত্বের সুনাম ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করে। গত ২৬ জুন শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিক বৈঠকে মানহানিকর এবং বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করেন। সেই সাংবাদিক বৈঠকের ভিডিও রেকর্ডিং টিভিতে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এর প্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ চেয়ে মানহানির মামলা দায়ের করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা মিথ্যা, বেপরোয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং শুধুমাত্র জনমানসে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার এবং ভোটারদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

চারটি শ্মশানঘাটের উদ্বোধন

সংবাদদাতা, হিঙ্গলগঞ্জ : হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার চারটি শ্মশানঘাটের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল। বিধায়ক তহবিলের টাকা থেকে শ্মশানঘাটগুলি তৈরি করা হয়েছে। এদিন এই চারটি শ্মশানঘাটের উদ্বোধন করেন হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল। স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের আবেদন ছিল নবনির্মিত শ্মশানঘাটের। তাঁরা জানিয়েছিলেন, মৃতদেহ সংকারের জন্য বহুদূর যেতে হয়। তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে নতুন শ্মশানঘাট তৈরিতে হাত বাড়ান বিধায়ক। তাঁর বিধায়ক তহবিলের প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় ৪টি শ্মশানঘাট। বিধায়ক জানান, এই গ্রামগুলিতে শ্মশানঘাটের প্রয়োজন ছিল। তাঁদের আবেদন আমি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাই। গ্রামের সাধারণ মানুষের আবেদনকে প্রাধান্য দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থ দিয়ে সহযোগিতার কথা বলেন। শুধু হিঙ্গলগঞ্জের মানুষই নয়, সুন্দরবন এলাকার একটি বড় সংখ্যক মানুষ উপকৃত হল।

■ শ্মশানঘাট উদ্বোধনে দেবেশ মণ্ডল।

সৌগতর বাড়িতে মন্ত্রী ব্রাত্য

প্রতিবেদন: সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। এবার তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখা করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিন সাংসদের শারীরিক খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি কুশল বিনিময় করেন তিনি। ব্রাত্য বসু বলেন, যখন হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম সৌগতদা আমাকে চিনতে পারেননি। খুব কষ্ট হয়েছিল। এখন উনি অনেকটাই সুস্থ। ওনার আরও আরোগ্য কামনা করি। সামনে নির্বাচন, উনি যেন আরও ভালভাবে লড়াই করতে পারেন।

■ সোমবার হুগলির উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের ১৭০, ১৭১, ১৭২ নং বুথ ও ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫ নং বুথ নিয়ে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচির আরও একটি ক্যাম্প।

■ শ্রীরামপুর পুরসভার ২১ নং ওয়ার্ডের ১২৭, ১২৩ এবং ১২৪ নং বুথে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন।

■ সোমবার 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচি রিষড়া মিউনিসিপ্যালিটির ৪ নং ওয়ার্ডে। কাউন্সিলর সাকির আলি সমস্ত আশাকর্মী, নির্মলসাথী, ডেঙ্গি রোগীর পরিচর্যা কর্মীদের নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করেন। এলাকাবাসীর সাথে সমস্যা সমাধানের আলোচনা করেন।

■ বসিরহাট উত্তর বিধানসভার বসিরহাট ২ ব্লকের কচুয়ার কাকড়া মির্জানগরে বাংলাভাষীদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে সভা। ছিলেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, এটিএম আবদুল্লা, মিহির ঘোষ-সহ অন্যরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

5 August, 2025 • Monday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

সিকিমের জোড়থাং এলাকায় তিস্তার খাদে পড়লো চার চাকার গাড়ি। ঘটনায় আশংকা জনক অবস্থায় এক শিশু সহ মহিলা

কথা শোনার আগেই মার • চাওয়া হচ্ছে টাকা • শ্রমিকরা জানালেন আতঙ্কের কথা

রাজ্যের উদ্যোগে হরিয়ানা থেকে ফিরলেন বুনিয়াদপুরের শ্রমিকরা

প্রতিবেদন: একরাশ আতঙ্ক নিয়ে রাজ্যের উদ্যোগে হরিয়ানা থেকে ফিরলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের শতাধিক শ্রমিক। সোমবার সকালের একটি বাসে প্রায় শতাধিক পরিযায়ী শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার ফিরে আসেন দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে। শ্রমিকদের অভিযোগ, বৈধ নথি কেড়ে নিয়ে বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে, ৫-৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে বিজেপি-শাসিত দিল্লির সমাজবিরোধীরা, সঙ্গ দিচ্ছে পুলিশ। কাজে যাওয়ার পথে রাস্তায় ধরে মারধর করেছে— ঘরে ফিরে সেই নির্যাতনের কথা তুলে ধরলেন শ্রমিকরা। বংশীহারি-সহ জেলার গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, হরিরামপুর বিভিন্ন ব্লকের শ্রমিকরা এদিন বুনিয়াদপুরে নেমে সেখান থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে নিজেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ফিরে আসা শ্রমিকরা জানিয়েছেন, ভিন রাজ্যে বাংলা ভাষা বলায় তাঁদের ওপর অত্যাচার এবং ভয় দেখানো হচ্ছে। ভয়ে তাঁরা ফিরে আসেন। দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, দীর্ঘ ১০ বছর ধরে তিনি দিল্লিতে কাজ করতেন। কিন্তু বর্তমানে সেখানে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের জীবন সংকটে। তিনি জানান, দিনের বেলা করে পুলিশ এসে দেখে যাচ্ছে এবং রাতে এসে বাংলাভাষীদের তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করছে। যদি কেউ টাকাপয়সা দিতে পারে তবে তাদের নিয়ে এসে রাস্তায় ছেড়ে দিচ্ছে। পুলিশ ছাড়াও এলাকার রাজনৈতিক দলের লোকেরাও তাঁদের উপর অত্যাচার করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

■ শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন পুরসভার চেয়ারপার্সন কমল সরকার।

এদিন ফিরে আসা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন বুনিয়াদপুর পুরসভার চেয়ারপার্সন কমল সরকার। কমল সরকার জানান, বিজেপি সরকারের অত্যাচারে মানুষ ভয়ে চলে আসছে। বাংলা ভাষায় কথা বললেই তাঁদের বাংলাদেশি হিসাবে ধরে নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকরা অত্যাচারিত হচ্ছেন।

ফের বাংলার শ্রমিককে মেরে পা ভাঙল হরিয়ানার পুলিশ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: গোয়ালপোখর ব্লকের মহঃ জুনেদ ও মহঃ কবীরের পর এবার উত্তর দিনাজপুরের আরও এক শ্রমিকের দুটি পা মেরে ভেঙে দিল পানিপথের পুলিশ। ওই অবস্থায় কোনওক্রমে পালিয়ে আসেন ইসলামপুরের বাসিন্দা মহঃ সাব্বির। ওই শ্রমিক বাড়ি ফিরতেই সোমবার তাঁর বাড়িতে যান জেলা তৃণমূল সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। জেলা সভাপতিকে নির্মম অত্যাচারের কথা বলেন সাব্বির। অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে আতঙ্কে গলা বুজে আসে তাঁর। বাংলায় কথা বলে মানেই সে একজন বাংলাদেশের নাগরিক তা স্বীকার করতে বাধ্য করানো হয়। তিনদিন আটকে রেখে চলে বেধড়ক মারধর। কিন্তু স্বীকার করেননি সাব্বির। সেই রাগে দুটি পা ভেঙে ফেলা হয়। এদিন সস্ত্রীক নিজের বাড়ি ইসলামপুর ব্লকের বিজুভিটা এলাকায় ফেরেন তিনি। এদিনই তাঁর বাড়িতে যান তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান তিনি। জানা গিয়েছে, তিন মাসে আগে কাজ করতে হরিয়ানার পানিপথে যান মহঃ সাব্বির।

■ সাব্বিরের বাড়িতে যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। কথা বলছেন ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন, কৌশিক গুন।

পানিপথের কারখানা থেকে গত ২৪ তারিখ তুলে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। এর পর আটকে রেখে মারধর করা হয়। সমস্ত বৈধ কাগজ দেখালেও গ্রাহ্য করেনি পুলিশ। জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানান, বাংলা বলায় সাব্বিরকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। এর আগেও দু'জনকে এভাবেই পুলিশ অত্যাচার করে জখম করেছে। এদিন ব্যক্তিগতভাবে কানাইয়ালাল আগরওয়াল ও ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন কিছু আর্থিক সাহায্য করেন তাঁকে। পরবর্তীতে সরকারি সাহায্যেরও আশ্বাস দেন তিনি। অপরদিকে মহঃ কবীরকে ফেরাতে ইতিমধ্যেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের পাশাপাশি বাড়ি ফেরার জন্য টাকাও পাঠানো হয়েছে কবীরকে।

তৃণমূলে যোগদান

■ প্রতিদিন তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিরোধী শিবির। দলে দলে যোগদান তৃণমূলে। ইটাহারের সদর পঞ্চায়েত অন্তর্গত শুলিয়া পাড়ার বিজেপি সহ বিভিন্ন দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন শতাধিক যুব ও তৃণমূল কর্মী ও সাধারণ মানুষ। বিধায়ক মোশারফ হোসেন দলত্যাগীদের হাতে তৃণমূলে পতাকা তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কার্তিক দাসও।

১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড়। ধসের জেরে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বাংলা-সিকিম লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। ধস এবং ফাটলের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত ১০ নং জাতীয় সড়কে কোনওরকম ঝুঁকি এড়াতে আগামী ৬ অগাস্ট সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় সড়ক উন্নয়ন নিগম (এনএইচআইডিসিএল)। যার জন্য শিলিগুড়ি এবং সিকিমের মধ্যে প্রতিটি গাড়ি লাভা, আলগারা, গরুবাথান হয়ে চলাচলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে। ফলে চাপ বেড়েছে করোনেশন সেতুর ওপর। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি

■ পরপর ধসে বিপর্যস্ত জাতীয় সড়ক।

এবং কয়েকটি জায়গায় মেরামতের কাজ শুরু করেছে এনএইচআইডিসিএল।

মাদকপাচারে ধৃত বিজেপি কর্মী

সংবাদদাতা, কোচবিহার: মাদক পাচারে গ্রেফতার বিজেপি কর্মী। নিষিদ্ধ ইয়াবা ও হেরোইন পাচারে বিজেপি কর্মীর নাম জড়ানোয় অস্বস্তি বেড়েছে গেরুয়া শিবিরে। জানা গেছে সুবীর দত্ত নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই অভিযুক্ত বিজেপির তিন মণ্ডল কমিটির যুব মোর্চার সহসভাপতি ছিলেন। বিজেপি কর্মীর নাম মাদক পাচারে জড়াতেই কর্মী দলের কেউ নয় বলে বিজেপি দায় অস্বীকার করলেও তৃণমূল কংগ্রেস তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে বিজেপি কর্মীকে নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনা। বিজেপি দলের কর্মী কী করে অসামাজিক কাজে জড়িত হল, দল কি কিছুই জানত না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের তুফানগঞ্জ ২ ব্লক সহসভাপতি নিরঞ্জন সরকার বলেন, এটাই বিজেপির সংস্কৃতি। তাদের কর্মীরা এভাবেই অসামাজিক কাজে যুক্ত থাকে। বক্সিরহাট থানার পুলিশ দুই অভিযুক্তকে তল্লাশি করে ৮৩ গ্রাম ইয়াবা ও ১৪ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে। তুফানগঞ্জ-এর এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে।

দুর্ঘটনায় মৃত চিতাবাঘ

■ ফের একবার আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট এলাকায় এশিয়ান হাইওয়েতে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল একটি চিতাবাঘের। সোমবার রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। ঘাতক ট্রাকটি পালিয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এলাকাটি খয়েরবাড়ি জঙ্গলের পাশেই। এর আগে এই জায়গাতেই গত বছর একটি চিতাবাঘের মৃত্যু হয়েছিল গাড়ির ধাক্কায়।

রাজ্যের উদ্যোগ, প্রত্যন্ত এলাকায় পেভার্স ব্লকের রাস্তা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে চলছে ঢালাও উন্নয়ন। প্রত্যন্ত এলাকায় তৈরি হচ্ছে নতুন রাস্তা। জলপাইগুড়ির চেংমারী অঞ্চলে ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৭৫০ মিটার দীর্ঘ পেভার্স ব্লক রাস্তার কাজের সূচনা করেন মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক। ছিলেন জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ, ক্রান্তি ব্লক সভাপতি মহাদেব রায়, জেলা পরিষদের সদস্যা মোহাসেনা বেগম, চেংমারি অঞ্চল প্রধান আব্দুল সামাদ-সহ ওসি ক্রান্তি, সমাজসেবী করুণাময়

■ রাস্তার উদ্বোধনে মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক, মহুয়া গোপ প্রমুখ।

চক্রবর্তী, জগবন্ধু সেন, সাকিল আহমেদ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যের প্রান্তিক এলাকাগুলোর উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই রাস্তা গ্রামের মানুষের যাতায়াত ও জীবিকায় অভাবনীয় পরিবর্তন আনবে।" জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ জানান, এই রাস্তা মানুষের স্বপ্ন ও প্রয়োজনকে জয় করার একটি পদক্ষেপ। ক্রান্তি ব্লক সভাপতি মহাদেব রায় বলেন, বহুদিনের দাবির বাস্তব রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

আমার বাংলা
5 August, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নদীতে তলিয়ে ছাত্র

■ নুনিয়া নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল এক দশম শ্রেণির ছাত্র। আসানসোল উত্তর থানার দক্ষিণ ধাদকার ব্লু ফ্যাক্টরি এলাকার ঘটনা। খবর পেয়ে উদ্ধারকারী দল স্পিড বোট নামিয়ে তল্লাশি শুরু করেছে। সোমবার আসানসোলের রেলপাড়ের রেহান আনসারি বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যায়।

মত্তের নদীতে ঝাঁপ

■ মত্ত অবস্থায় সাঁইথিয়া নতুন ব্রিজ থেকে এক ব্যক্তি ময়ূরাক্ষী নদীতে ঝাঁপ দেন। জানা গিয়েছে নাম কানাইলাল রুজ (৩৯)। সাঁইথিয়া ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। সাঁইথিয়া থানার পুলিশের তরফে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টকে খবর দেওয়া হয়েছে। তবে অধিক বৃষ্টিতে ময়ূরাক্ষী নদী দিয়ে যে পরিমাণ জল যাচ্ছে, তাতে এই ব্যক্তিকে খুঁজে পেতে বেগ পেতে হচ্ছে পুলিশকে।

নিগ্রহের প্রতিবাদ

■ শ্রাবণের তৃতীয় সোমবার উপলক্ষে শিবপুজোর আয়োজন করা হয় উত্তর কলকাতার রাজা লেনে। রুদ্রাভিষেক পুজোর পাশাপাশি বিজেপির বাংলা ও বাঙালিদের উপর হেনস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানানো হল। ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সঞ্জয় বক্সি ও স্থানীয় অধিবাসীরা।

টোটোর দৌরাত্ম্যে

■ অবৈধ টোটোচালকদের দৌরাত্ম্যের জেরে বন্ধ মিনিবাস ও অটো পরিষেবা। ফলে চরম ভোগান্তি সাধারণ মানুষের। পারমিট ছাড়া যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্যাসেঞ্জার তুলছে টোটো। বাস ও অটোর বৈধ পারমিট রয়েছে, ট্যাক্স দিচ্ছে কিন্তু টোটোর দৌরাত্ম্যে তাদের প্যাসেঞ্জার হচ্ছে না। তাই অবৈধ টোটোর দৌরাত্ম্যের প্রতিবাদে দুর্গাপুরে বন্ধ থাকে অটো ও মিনিবাস পরিষেবা।

আসছেন মুখ্যমন্ত্রী, সাজছে ঝাড়গ্রাম

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে সাজ সাজ রব ঝাড়গ্রাম শহর জুড়ে। 'বাংলা ভাষা ও বাঙালির প্রতি বিদ্বেষ'-এর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পদযাত্রার প্রস্তুতি তুঙ্গে। ৬ অগাস্ট, বুধবার, ঝাড়গ্রাম শহরে ঐতিহাসিক এই পদযাত্রার পর ঝাড়গ্রাম শহরের পাঁচমাথার মোড়ে এক সভায় বক্তব্য রাখবেন। পাঁচমাথা মোড়েও মঞ্চের কাজ জোরকদমে চলছে। ৭ অগাস্ট ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে বিশ্ব আদিবাসী দিবসের চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ঝাড়গ্রাম জেলায় ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ঝাড়গ্রাম শহরের ঘোড়াধরা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানটি হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে অরণ্যসুন্দরী ঝাড়গ্রাম শহরের পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে। সীমানা সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এই সফরে প্রশাসনিক নানা কর্মসূচিতেও অংশ নেবেন। তাই নিরাপত্তার কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না প্রশাসন। প্রশাসনিক তৎপরতা যেমন চলেছে, পাশাপাশি তৃণমূলের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ঝাড়গ্রাম সফরকে স্মরণীয় করে রাখতে বিভিন্ন প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া হয়েছে। দলীয় পতাকা ও ব্যানারে সাজিয়ে তোলা হয় মূল রাস্তাগুলি। বিভিন্ন প্রান্তে মিছিল করেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। প্রস্তুতিমূলক মিছিলের নেতৃত্ব দেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারাণ্ডি। ছিলেন নবু গোয়ালা, সুদীপ্ত চক্রবর্তী, বিপ্লব পাল প্রমুখ। চিন্ময়ী জানান, দিদির অপেক্ষায় প্রহর গুনছে সারা জঙ্গলমহলবাসী। বাংলা ভাষা ও বাঙালির অপমানের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামবে জঙ্গলমহল। মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আমরা একজোট।

■ শহর জুড়ে লাগানো হচ্ছে পতাকা, ফেস্টুন, মুখ্যমন্ত্রীর ছবির কাট আউট। ডানদিকে, পাঁচমাথার মোড়ে চলছে মঞ্চ বাঁধার প্রস্তুতি।

ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃত এক, আহত ৩৫

সংবাদদাতা, বর্ধমান : দেওয়ানদিঘি থানার ভাণ্ডারডিহি সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী বাস। মৃত ১, আহত ৩৫ জন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আসানসোল-কৃষ্ণনগর রুটের বাসটি বর্ধমান-নবদ্বীপ রোড ধরে যাওয়ার সময় ভাণ্ডারডিহির কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি ইলেকট্রিক পোলে ধাক্কা মেরে রাস্তার ধারে কালভার্টে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। ঘটনাস্থলে স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে কুড়মুন হাসপাতাল ও পরে ২৯ জনকে

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। তার মধ্যে একজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। বাকিরা কুড়মুন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহতদের অভিযোগ, দ্রুতগতিতে বাস চালানোর জন্যই দুর্ঘটনাটি ঘটে। বর্ধমান ১-এর বিডিও রজনীশকুমার যাদব জানান, দ্রুত গতিতে যাওয়ার জন্যই বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে কি না জানার জন্য আমরা আরটিওকে জানিয়েছি।

গড়বেতায় বিকট শব্দে থমকে ট্রেন

সংবাদদাতা, গড়বেতা : গতকাল ছিল তিন রাজ্যে মাওবাদীদের ডাকা বন্ধ। ভুবনেশ্বর থেকে দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস যাওয়ার সময় গড়বেতা স্টেশন সংলগ্ন শিলাই হল্টের কাছেই বিকট শব্দে থমকে যায় ট্রেন। সঙ্গে সঙ্গেই রাজধানীর গার্ড ও চালক খবর দেন পিয়ারডোবা স্টেশনে। সাময়িক ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। রাতেই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় রেলের পুলিশ কুকুর এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। আজ সকালেও ফের ঘটনাস্থলে আসেন রেলের আধিকারিকরা। যেহেতু জঙ্গলমহল এলাকায় মাওবাদীদের ডাকা বন্‌ধের দিনে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে, তাই কোথাও ফাঁকফোকর রাখতে চাইছেন না রেল আধিকারিকরা। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ফরেনসিক টেস্টের জন্য পাঠানো হচ্ছে। পাশাপাশি একটি ফরেনসিক টিম ঘটনাস্থলে আসছে বলে রেল সূত্রে খবর । কোথাও কোনও দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তাই নিয়ে তৎপর রেল ও রাজ্য পুলিশ।

■ মুখ্যমন্ত্রীর ছবি বিকৃতির প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিলে বীরভূম জেলা কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল। মিছিল শেষে জানান, মিছিলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন।

■ গরু-কাণ্ডের প্রতিবাদে দুর্গাপুরে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের মানববন্ধন। বেনাচিতির পাঁচমাথা মোড়ে। ছিলেন জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, যুব তৃণমূল সভাপতি পার্থ দেওয়াসি, উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

■ বিজেপির অসভ্যতা ও নোংরামির বিরুদ্ধে সোমবার সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরির নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল সিউড়ি শহর প্রদক্ষিণ করে। ছিলেন পুরপ্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় ও তৃণমূল নেতা-কর্মীরা।

তৃতীয় শ্রাবণী সোমবারে দুর্গাপুরে সম্প্রীতির বন্ধন

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরে তৃতীয় শ্রাবণী সোমবারেই সম্প্রীতির সুবাস ছড়িয়ে পড়ল শিল্পাঞ্চল জুড়ে। শিবভক্তেরা চলেছেন শিবের মাথায় জলাভিষেক করতে। মুখে হরহর মহাদেব। বাঁকে জল। ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁকুড়া মোড়। একদল মুসলিম ভাই পথে অপেক্ষমাণ। তাদের কাছে শরবতের প্যাকেট, পানীয় জলের বোতল, ধূপ, মোমবাতি, খেজুর, বাতাসা আর গেরুয়া উত্তরীয়। ভক্তরা দামোদর থেকে জল নিয়ে শিবনাম উচ্চারণ করতে করতে চলেছে রাঢ়েশ্বর শিবমন্দিরের পথে। বাঁকুড়া মোড়ে আসতেই শ্রদ্ধার সঙ্গে মুসলিম যুবকরা এগিয়ে দিচ্ছেন খাবার, জল। উত্তরীয়ও দিচ্ছেন। খুশিতে উজ্জ্বল মুখ দুই সম্প্রদায়ের। শিবভক্তরা চলেছেন তাঁদের উপাস্য দেবতার আরাধনার জন্য আর মুসলিম ভাইয়েরা তাঁদের ক্লান্তি দূর করতেই এগিয়ে এসেছেন নানান উপাচার নিয়ে। এ দৃশ্য দুর্গাপুরের আসল চেহারা। দুর্গাপুরকে আবার চেনা চেহারায় ফিরিয়ে নিয়ে এল সম্প্রীতি বন্ধন।

ঝাড়গ্রামে স্কুলচত্বরে ঢুকে পড়ছে হাতি। টেনে বার করছে চাল, ডাল, মুড়ি। ভাঙছে ক্লাসের চেয়ার, টেবিল। তাই জঙ্গললাগোয়া স্কুলে সৌরবিদ্যুৎচালিত বেড়া দিচ্ছে বন দফতর। ১০টি স্কুল ক্যাম্পাসে এই বেড়া দেওয়া হবে

দুর্গাপুরে গ্র্যান্ড এডুকেশন কনক্লেভ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ডাঃ বি সি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বছরব্যাপী রজতজয়ন্তী উদযাপনের অংশ হিসেবে ৪ অগাস্ট দুর্গাপুরের সৃজনী বিপিনচন্দ্র পাল হলে একটি জমকালো শিক্ষা কনক্লেভ 'এডুসক্ষম ২০২৫' আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল 'জ্ঞান ও উদ্ভাবনের সেতুবন্ধন', লক্ষ্য ছিল তরুণ মনকে সমৃদ্ধ করা এবং স্কুলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত বিকাশে উৎসাহিত করা। বিভিন্ন নামীদামি স্কুলের প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। কনক্লেভটি চারটি প্যানেল আলোচনায় বিভক্ত ছিল, প্রতিটি প্যানেল আলোচনায় নেতৃত্ব দেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, যার মধ্যে রয়েছেন অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষিকা এবং স্কুলের মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শদাতারা, যাঁরা প্যানেলিস্ট হিসেবে তাঁদের জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়ে নির্দেশনা ভাগ করে নেন।

টিএমসিপির ব্যানার খোলার প্রতিবাদ

সংবাদদাতা, নদিয়া : ফুলিয়া ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হ্যান্ডলুম টেকনোলজির সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের। অভিযোগ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে একটি ব্যানার ও পতাকা লাগানো হয়েছিল কলেজগেটে। কিছুক্ষণ পরেই তাঁরা দেখতে পান সেগুলো খুলে নরেন্দ্র মোদির ছবি লাগানো একটি ব্যানার যেটি ২০২১-এর, লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদ করেও সুরাহা না পেয়ে গেটের সামনে হাতে পতাকা নিয়ে অবস্থান-বিক্ষোভ করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যদের দাবি, যেহেতু কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান তাই বিনা কারণে বিনা নোটিশে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্যানার খুলে ফেলা হয়েছে। তাঁদের দাবি, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের ব্যানার পুনরায় লাগিয়ে দেওয়া না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা এই অবস্থান বিক্ষোভ চালাবেন। যদি কলেজ কর্তৃপক্ষ এ-বিষয়ে ঘটনার ক্ষমা চেয়ে নোটিশ না করেন তাহলে আন্দোলন চলবে। তবে কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, যেহেতু দেশে আরও ছ'টি এই হ্যান্ডলুম টেকনোলজির প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেক্ষেত্রে সিভিল কন্ডাক্টস নিয়ম অনুযায়ী কোনওরকম রাজনৈতিক ছত্রছায়া কলেজে থাকবে না। এই কলেজগুলিতে কোনও ছাত্র সংগঠনের ইউনিয়ন নেই।

রাজস্থানে নিখোঁজ দুর্গাপুরের পরিযায়ী

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : রাজস্থানে নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিক। দুশ্চিন্তায় পরিবার। চাঞ্চল্য দুর্গাপুরে। তদন্তে পুলিশ। নিখোঁজ শ্রমিকের নাম শ্রীমন্ত মাল (৪১)। দুর্গাপুর থানার ফরিদপুর ছাতিমতলার বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, জুলাই মাসে তামলা এলাকার কাশী সিং নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে দুর্গাপুর থেকে রাজস্থানের কোটারি এলাকায় রান্নার কাজ করতে যান শ্রীমন্ত। রান্নার কাজ করতে গেলেও পরে তাঁকে অন্য কাজ করানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। জুলাই মাসের ২৩ তারিখ ফোন করে জানান বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা। দশদিন পরেও বাড়ি ফিরে না আসায় চিন্তায় পরিবার। দুর্গাপুরের ফরিদপুর ফাঁড়ির পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ খোঁজখবর শুরু করেছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের যুগ্ম আহ্বায়ক মানিক রুইদাস। মেয়ে স্বস্তিকার দাবি, ২৩ তারিখে শেষ ফোন করেন বাবা। বাড়ি ফিরে যাচ্ছি বলেন। তারপর থেকে কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা চিন্তায় রয়েছি। পুলিশকে জানিয়েছি বিষয়টি।

মানিক বলেন, কাশীনাথ সিং তাঁর দাদার রাজস্থানের কোম্পানিতে রান্নার কাজে নিয়ে যান শ্রীমন্তকে। শ্রীমন্ত ২৩ তারিখ বাড়িতে ফোন করে জানান তাঁকে দিয়ে অন্য কাজ করানো হচ্ছে। তিনি বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। দশদিন পেরিয়ে গেলেও বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন চিন্তিত। পুলিশ তদন্ত করছে। আমরাও পরিবারের পাশে আছি।

ডেবরা হাসপাতালে শুরু মাইকে ঘোষণা

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : হাসপাতালে দু'বেলা মাইকিং। নামীদামি বেসরকারি হাসপাতালের মতো মাইকিং পদ্ধতি অবলম্বন করল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। রোগীর পরিবারের

সুবিধার্থে হাসপাতালের ভিতর মাইকিং ব্যবস্থা, ভিজিটিং আওয়ার, আউটডোরের কোন বিভাগে কোন ডাক্তার রয়েছেন ইত্যাদি নানা ধরনের খবর রোগীর পরিবারকে জানাতে হাসপাতালে প্রত্যেকদিন নিয়ম করে দুই বেলা চলছে মাইকিং। এই ঘোষণা ব্যবস্থায় খুশি রোগীর পরিবারের লোকজন। তাঁদের অহেতুক কিছু জানার জন্য এ-বিভাগ ও-বিভাগ ঘুরপাক খেতে হচ্ছে না। প্রতিটি ফ্লোরের প্রতিটি বিভাগেই লাগানো হয়েছে স্পিকার। এমার্জেন্সি, মেল ও ফিমেল ওয়ার্ড, গাইনি থেকে আউটডোর— সর্বত্র। সুপার স্বরূপ পাত্র জানান, মূলত যাঁরা পড়াশোনা জানেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে এই মাইকিং সিস্টেম অনেকটাই উপকারে লাগবে।

মুম্বইয়ে বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্থা ভূপতিনগরের মহিলা

সংবাদদাতা, ভূপতিনগর : দিল্লি-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় বাংলা ভাষায় কথা বলায় বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্থার অভিযোগ উঠছে। ইতিমধ্যে তৃণমূলের তরফে এ-নিয়ে প্রতিবাদের ঝাঁজ বাড়ানো হয়েছে। এবার ভূপতিনগরের এক মহিলাকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করল মহারাষ্ট্র পুলিশ। হেনস্থার শিকার হয়েছেন ভূপতিনগরের অর্জুননগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অনলবেড়িয়ার স্বামী পরিত্যক্তা পপি মইশাল। পপি মুম্বইয়ে পরিচারিকার কাজ করতেন। গত শনিবার মুম্বইয়ের অ্যাচোলে থানার পুলিশ নাল্লাসোপাড়া এলাকায় পপিকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে নিয়ে যায়। বাড়ির লোকজন জানতে পেরে স্থানীয় ভূপতিনগর থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন। পুলিশের তরফ থেকে অ্যাচোলে থানায় যোগাযোগ করা হয়। পপির যাবতীয় পরিচয়পত্র আদান-প্রদান করে পুলিশ। তথ্য যাচাই করে মুম্বই পুলিশ নিশ্চিত হয় ওই মহিলা ভারতীয় নাগরিক। এরপর রবিবার রাতে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। ছ'বছর ধরে ওই এলাকায় পপি পরিচারিকার কাজ করেন। সেখানে শনিবার মহারাষ্ট্র পুলিশ তাঁকে বাংলাদেশি বলে কীভাবে আটক করে, তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ভূপতিনগর থানার ওসি মহম্মদ মহিউদ্দিন বলেন, আমরা খবর পেয়েই যাবতীয় প্রক্রিয়া শুরু করি। এরপর মহারাষ্ট্র পুলিশ মুক্তি দিয়েছে মহিলাকে।

জলের তলায় ঘাটাল শহর। শহরের মানুষজনকে যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করতে হচ্ছে নৌকা। আজ, মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং আসছেন ঘাটালের অবস্থা দেখতে।

বিজেপি পঞ্চায়েতের দুর্নীতি ফাঁস

সংবাদদাতা, খেজুরি : কাজের নামগন্ধও নেই! কিন্তু ঠিকাদারের অ্যাকাউন্টে ঢুকে গিয়েছে টাকা। এ নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরি-২ ব্লকের নিজকসবা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রায়পুরে। বিজেপি পরিচালিত এই গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়পুরে দুটি সাবমার্সিবল ট্যাঙ্ক বসানোর বেদি তৈরির জন্য গত ডিসেম্বর মাসে দুটি ওয়ার্ক অর্ডার বের হয়। দুই ঠিকাদার বরাত পান। প্রায় আট মাস কেটে গেলেও কাজের নামগন্ধ নেই। উল্টে গত মার্চে এই কাজের জন্য টাকা পেয়ে গিয়েছেন ঠিকাদাররা। মাসখানেক আগে জেলা

পরিষদের মিটিংয়ে এই বিষয়ে খোঁজখবর নেন সভাধিপতি। এরপর রাতারাতি কাজ শুরু করে ঠিকাদাররা। রবিবার রাতের অন্ধকারে বেদি তৈরির কাজের জন্য যায় ঠিকাদার ও তার দলবল। সেখানেই আপত্তি জানান স্থানীয় তৃণমূল ব্লক সভাপতি ও অঞ্চল নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, কাজ না করেই টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। এখন শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে রাতের অন্ধকারে কাজ শুরু করেছে। শেষমেশ কাজ বন্ধ রাখেন ঠিকাদার। ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সমুদ্ভব দাশ বলেন, এই কাজে সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতি হয়েছে।

শ্রমিক সরবরাহ ব্যবসায় ভাটা, তাই অস্ত্রপাচার শুরু হাসিবুরের

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলা ভাষাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর বাংলাদেশি সন্দেহে নিগ্রহের একাধিক ঘটনা সামনে আসছে। একাধিক পশ্চিমবঙ্গবাসীকে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক'ও করা হচ্ছে। এই আবহে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক পাঠাতে না পেরে কর্মহীন হয়ে আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে গ্রেফতার হাসিবুর রহমান। রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানার পুলিশ নেতাজি পার্কের কাছে নিউ হসপিটাল রোড এলাকা থেকে হাসিবুরকে একটি সাত এমএম পিস্তল, একটি পাইপগান, দুটি ম্যাগাজিন, ১৫ রাউন্ড গুলি এবং ৫৫০ গ্রাম বারুদ-সহ গ্রেফতার করল। এসডিপিও (বেলডাঙা)

উত্তমকুমার গড়াই জানালেন, ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু হয়েছে। সে কোথা থেকে এত অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হাসিবুরের সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করে বহরমপুর আদালতে পেশ করা হয়।

জেলা পুলিশের আধিকারিক জানান, বছর বিয়াল্লিশের হাসিবুর বিভিন্ন রাজ্যে রাজমিস্ত্রি সরবরাহের কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করত। প্রায় ২৬ বছর সে মুম্বইয়ে বিভিন্ন নির্মাণ সংস্থায় রাজমিস্ত্রির কাজও করেছে। পরে রাজমিস্ত্রি সরবরাহ করত। বাঙালি নিগ্রহের জেরে শ্রমিক পাঠানো বন্ধ হওয়ায় বেলডাঙার জানকিনগর গ্রামে নিজের বাড়িতেই থাকত। তাতেই অস্ত্র ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
5 August, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

পুজোর অনুদান: মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাহাড়ে শুরু পুজোর প্রস্তুতি

কায়েশ আনসারি • দার্জিলিং

■ কুয়াশা ঘেরা ম্যালে পর্যটকদের ভিড়। চলছে পুজোর আলোচনাও।

পুজোর বাকি আর একমাস ২৮ দিন। কুয়াশা ঘেরা পাহাড়ে জোরকদমে শুরু পুজোর প্রস্তুতি। দার্জিলিঙের ম্যালে এবারে প্যান্ডেল হবে আরও বড়। চারিদিকে বসবে মেলা। ছোট দু'একটি পুজো এবার হবে বড় করেই। এবারের পুজোর তোড়জোড়ে খুশি পাহাড়ের নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষও। উৎসব, আনন্দের সঙ্গেই তাঁরা আরও খুশি রোজগার বাড়বে। দোকান বসবে। পর্যটকরা আসবেন পাহাড়ের পুজো দেখতে। মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর সৌজন্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুর্গাপুজোর জন্য উদ্যোক্তাদের এ বছর ১ লাখ ১০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুজোর অনুদান বেড়েছে ২৫ হাজার টাকা। আরও জাঁকজমক দুর্গাপুজোর মধ্য দিয়ে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের বিষয়টি চিন্তা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাহাড়ের মানুষেরাও এই ভেবে খুশি। পুজো উদ্যোক্তারাও ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে। ম্যালের পুজো কমিটির সভাপতি কমল তামাং বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদান বৃদ্ধি করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই। মুখ্যমন্ত্রীর জন্যই পাহাড় হাসছে। শান্তি ফিরেছে। এবার দুর্গাপুজোও হবে খুব ধুমধাম করেই। ম্যালের পুজো প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা এসব দিয়েই সাজিয়ে তোলা পুজোর চারটে দিন। শুধু ম্যালের পুজোই নয়, এবারে পাহাড়ের পুজোর আরও একটি আকর্ষণ হল, এতদিন অনেকগুলি পুজো ছোট ছোট মন্দিরের মধ্যে হত। এবছর সেই পুজোগুলিও হবে প্যান্ডেল করে। সবমিলিয়ে সমতলের মতোই জমে উঠবে পাহাড়ের পুজোও।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

■ জলপাইগুড়িতে জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ।

■ রায়গঞ্জে মহিলাদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।

■ মালদহে জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি।

■ নাগরাকাটায় চা-শ্রমিক নেতা সঞ্জয় কুজুর।

শহিদ স্মরণ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : খাদ্য আন্দোলনে শহিদদের স্মরণ করা হল। কোচবিহার সাগরদিঘির পাশে শহিদবেদিতে মাল্যদান করেন জেলা নেতৃত্বরা। ছিলেন কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় প্রমুখ।

বিকল্প চাষের লক্ষ্যে ফলের চারা বিলি

■ ফলের চারা তুলে দিচ্ছেন আধিকারিকরা।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: রাজ্য সরকারের উদ্যানপালন দফতর বক্সা পাহাড়ের হৃত গৌরব ফিরিয়ে দিতে ফের কমলা চাষে উৎসাহ বাড়াতে উন্নত প্রজাতির কমলার চারা বিলি করেছে। প্রায় দশ হাজার দার্জিলিংয়ের মেন্ডারিন প্রজতির কমলার চারা বক্সা পাহাড়ের চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। বক্সা পাহাড়ের পাশাপাশি এবার জেলার সমতল এলাকাতেও বিভিন্ন ফলের চাষ বাড়াতে কৃষকদের বিনামূল্যে বিভিন্ন ফলের চারা বিলি করা শুরু করছে উদ্যানপালন দফতর। ফলের চারার তালিকায় রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির আম, লিচু, নারকেল, গোল মরিচ, মৌসাম্বি, পেঁপে ও ড্রাগন। উদ্যানপালন দফতরের লক্ষ্য, আগামী ১১ অগাস্টের মধ্যে জেলায় ২ লক্ষ ১০ হাজার ফলের চারা বিলি করা। ভুটান সীমান্ত লাগোয়া রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বক্সা পাহাড়ের চাষিদের জলপাইগুড়ির মোহিতনগর কৃষিফার্ম কমলালেবুর চারা যেমন দেওয়া হয়েছে তেমনই জেলায় বহুমুখী ফলের চাষে কৃষকদের উৎসাহ প্রদান করতে অন্যান্য ফলের চারাও সেখান থেকে এনে দেওয়া হচ্ছে সমতলের কৃষকদের। এই কাজে উদ্যানপালন দফতর এলাকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ফার্মার্স প্রডিউসার ক্লাব ও কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলিকে কাজে লাগিয়েছে।

খাদে গাড়ি

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : সিকিমের জোড়থাং এলাকায় তিস্তার খাদে পড়ল চারচাকার গাড়ি। ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় এক শিশু-সহ মহিলা। জানা গিয়েছে এক মহিলা গাড়ি চালাচ্ছিলেন, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে উল্টে পড়ে অল্টো গাড়িটি। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহত শিশু ও মহিলাকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

আজ মেগা ভার্চুয়ালে অভিষেক

(প্রথম পাতার পর)

আলোচনা হয়। বেশকিছু নির্দেশ দিয়েছেন সুব্রত বক্সিও। কোচবিহার জেলায় প্রায় তিন হাজারের বেশি ক্যাম্প হওয়ার কথা রয়েছে। প্রতিটি শিবির যাতে ভালভাবে হয় সেদিকে নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও বাংলা ভাষা ও বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের যেভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে সে-বিষয়ে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দল যেভাবে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেছে তা যথাযথভাবে জারি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দুই জেলা নেতৃত্বকে। সেইসঙ্গে এসআইআর নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে যেভাবে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়েছে জেলাস্তরে, এই ইস্যুকেও গুরুত্বের সঙ্গে কর্মসূচিতে রাখার কথা বলা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে দুই জেলার ব্লক সভাপতি পরিবর্তন-পরিমার্জন নিয়েও আলোচনা হয়েছে। দুই জেলার তরফেই তালিকা জমা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জেলায় সার্ভে করে তুলে আনা একটি আলাদা তালিকা নিয়েও আলোচনা হয়। পারফরম্যান্স-সহ সবদিক বিচার করেই ব্লক সভাপতি পরিবর্তন বা পরিমার্জন করা হবে। বৈঠক শেষে আলিপুরদুয়ার জেলা নেতৃত্বের তরফে বিধানসভাওয়ারি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা করার দরকার তার একটি তালিকা তুলে দেওয়া হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। সর্বোপরি দুই জেলাতেই নেতৃত্বকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে জেলার শাখা সংগঠনগুলি নিয়েও। এছাড়াও যেভাবে এই দুই জেলায় এনআরসির নোটিশ পাঠানো হচ্ছে সেদিকেও নজর রাখা ও প্রতিবাদ জারি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিন কোচবিহার জেলার তরফে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, মহিলা তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী সুচিস্মিতা দেব শর্মা, শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি রাজেন্দ্রকুমার বৈদ, মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, সিতাইয়ের বিধায়ক সঙ্গীতা রায়। আলিপুরদুয়ার জেলার তরফে ছিলেন প্রকাশচিক বড়াইক, সুমন কাঞ্জিলাল, গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, জয়প্রকাশ টপ্পো, বিনোদ মিঞ্জ, সমীর ঘোষ ও চিত্রা নার্জিনারি।

লোকসভায় দলনেতা হিসেবে নেত্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করেছেন। এর প্রেক্ষিতে আগামী ১২ অগাস্ট দিল্লিতে দলের সাংসদদের মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

■ কোচবিহারের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্য ফুঁসছে মালব্যর কথায়

(প্রথম পাতার পর)

অমিত শাহদের। কিন্তু তার পরও সম্বিত ফিরল না বাংলাবিরোধী-বাংলাবিদ্বেষী বিজেপির। দিল্লি পুলিশের 'বাংলাদেশি ভাষা' মন্তব্যকে প্রকাশ্যেই সমর্থন জানালেন অমিত মালব্য। এক্স হ্যান্ডেলে চরম অবমাননাকর মন্তব্য করে তিনি জানিয়ে দিলেন, 'বাংলা' বলে কোনও ভাষা নেই। প্রবল সংবিধানবিরোধী, দেশবিরোধী মন্তব্য। সংবিধান স্বীকৃত ২২টি ভাষার মধ্যে বাংলা অন্যতম। তারপরেও যে ভাষায় বাংলাকে পদে পদে অপমান করা হচ্ছে, তার জন্য কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত দেশবিরোধী, জাতিবিরোধী বিজেপির। এই বাংলাবিরোধীরা বাংলা ও বাংলা ভাষার পরিচয়কে শেষ করতে চায়। তৃণমূল দাবি জানিয়েছে, বিজেপি নেতাদের মুখে যে ধরনের বাংলা-বাঙালিবিদ্বেষ এবং বাংলা ভাষার প্রতি অপমানজনক মন্তব্য শোনা যাচ্ছে তারপর এই বিজেপিকে ক্ষমা করা উচিত নয়। ক্ষমা করবে না বাংলার মানুষ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যোগীরাজ্যে নির্জন রাস্তায় শ্লীলতাহানি এক মহিলার। মোরাদাবাদের গোলকুঠিতে রাস্তায় এক মহিলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর শ্লীলতাহানি করে চম্পট দেয় এক যুবক। ঘটনার কথা স্বীকার করলেও এখনও অপরাধীকে ধরতে পারেনি পুলিশ

দেশে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে শিশুশ্রমিক

অভিষেকের প্রশ্নে সংসদে বেআব্রু হল মোদি সরকার

প্রতিবেদন: গত ৫ বছরে দেশে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে সংসদে একথা স্বীকার করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী সুশ্রী শোভা কারান্দজলে ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর রিপোর্টের ভিত্তিতে মেনে নিয়েছেন শিশুশ্রমের প্রবণতা বেড়ে চলেছে আশঙ্কাজনকভাবে। কেন্দ্রের তথ্য বলছে, ২০১৮ সালে শিশু-কিশোর শ্রম প্রতিরোধ আইনে নথিভুক্ত মামলার সংখ্যা ছিল ৪৬৪টি। ২০১৯-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৭২। ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ মামলার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৭৬, ৬১৩ এবং ৭৫১।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে চেয়েছিলেন, দেশে ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশুশ্রমিকের সংখ্যা কত? কত শিশুশ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে বিপজ্জনক কাজে? দেশে শিশুশ্রমিক প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে শিশুশ্রমিকদের শিক্ষার জন্য মোট কতগুলো কেন্দ্রীয় স্কুল চালু করা হয়েছে? অদ্ভুত ব্যাপার, অভিষেকের প্রশ্নের কোনও সুনির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা, সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। কারণটা স্পষ্ট, শিশুশ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা এবং আর্থিক দৈন্যের সুযোগ নিয়ে তাদের উপর শোষণ এবং নির্যাতন বন্ধ করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের চরম ব্যর্থতা এবং অপদার্থতা। তবে নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে সাফাইও গেয়েছেন কেন্দ্রের প্রতিমন্ত্রী। দাবি করেছেন, শিশুশ্রমিকদের উদ্ধার এবং পুনর্বাসনের ব্যাপারে তৎপর কেন্দ্র। ৫৯টি জেলায় শিশুশ্রম রুখতে ১২২৫টি বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

জাতীয় সঙ্গীতের ভাষাকে অপমান করেছে বিজেপি

বাংলার পাশে অন্য রাজ্যও

সমর্থনে মুখ খুললেন স্ট্যালিন

প্রতিবেদন: জাতীয় সঙ্গীত লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর সেই ভাষাকেই অপমান করছে বিজেপির পুলিশ। এটা মানা যায় না। এটা আসলে দেশের অপমান, বিশ্বকবির অপমান। দিল্লি পুলিশের 'বাংলাদেশি চিঠি' নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। সোমবার নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর জোরালো প্রতিবাদকে সমর্থন করে স্ট্যালিন লিখেছেন, এটা কোনও অনিচ্ছাকৃত ভুল নয়। এটা আসলে দেশের শাসনব্যবস্থার আসল ছবিটা তুলে ধরেছে, যা সংবিধানের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে আঘাত করছে। কেন্দ্র এখন কেবল বাংলা নয়, হিন্দি বাদ দিয়ে সমস্ত ভাষার ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে। ওদের লক্ষ্য ওয়ান নেশন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে, হিন্দিকে প্রতিষ্ঠা করা। আর এখানেই দেশের মানুষের কাছে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা ভাষার অপমানকে কেন্দ্র করে ক্রমশ রাজ্যে রাজ্যে প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। এর মাঝে অমিত মালব্যের ট্যুইট আগুনে ঘি ফেলেছে। বিজেপি বিরোধী ভাষা আন্দোলন যে ক্রমশ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু স্ট্যালিন নন, দিল্লি পুলিশের বাংলাবিরোধী চিঠি নিয়ে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। তাঁর স্পষ্ট কথা, নয়াদিল্লিতে পুলিশ যা করেছে তা আসলে উত্তর-পূর্বের রাজ্য ত্রিপুরা, মেঘালয় ও অসমের বরাক ভ্যালির বাঙালিদেরও অসম্মান করেছে। প্রথমে বিজেপি বাঙালিদের বাংলাদেশি বলে ছাপ্পা দিয়েছে, এখন তাদের ভাষা নিয়ে অপমান করছে। বিজেপির লক্ষ্য একটাই, ভারতকে জাতি-ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে ভাগ করে দেওয়া। ব্রিটিশদের পথ ধরে সেই পুরনো খেলা।

প্রয়াত 'গুরুজি' শিবু সোরেন, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী, অভিষেকের

প্রতিবেদন: প্রয়াত হলেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা সুপ্রিমো ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেন। বয়স হয়েছিল ৮১। কিডনির সমস্যা নিয়ে জুন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন দিল্লির স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে। সোমবার সকালে সমাজমাধ্যমে তাঁর বাবার মৃত্যুর খবর জানান ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ শিবু সোরেনের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী সমাজের মুখ তথা গোটা দেশে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার অন্যতম রূপকার শিবু সোরেনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। সোমবার তাঁর স্মরণে একদিনের জন্য মুলতুবি হয়ে যায় রাজ্যসভা।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আজ রাঁচিতে ডেরেক ও শতাব্দী

বিভিন্ন সময়ে বিশেষত সাম্প্রতিক রাজনীতিতে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সঙ্গে একযোগে বিজেপি বিরোধিতায় শামিল হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। শিবু সোরেন ও হেমন্ত সোরেনকে দেশের রাজনীতিতে সবসময় পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাভাবিকভাবেই শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর শোকবার্তা, শিবু সোরেন, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠাতা এবং আমার আদিবাসী ভাই বোনেদের 'গুরু দিশম'। তাঁর প্রয়াণে আমি শোকাহত। আমি তাঁকে ভালভাবে চিনতাম ও তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক সম্মান ছিল। ঝাড়খণ্ডের ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের যবনিকা পতন হল আজ। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে মাথা তুলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রূপকার শিবু সোরেনের প্রয়াণে শোকবার্তা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, শিবু সোরেনজির মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত— একজন উচ্চ শির ব্যক্তিত্ব, যাঁর কণ্ঠস্বর আদিবাসীদের প্রজন্মের পর প্রজন্মকে শক্তি জুগিয়েছে এবং যাঁর সংগ্রাম ঝাড়খণ্ডের অস্তিত্বকে রূপ দিয়েছে। ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেনের শেষকৃত্যে আজ রাঁচি যাচ্ছেন ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং শতাব্দী রায়।

তৃণমূলের প্রশ্নে সদুত্তর নেই কেন্দ্রের

প্রতিবেদন: লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মালা রায়ের প্রশ্নে সদুত্তর দিতে পারল না কেন্দ্র। জানাতে পারল না কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্যও। গত ১১ বছরে মোদি সরকারের শ্রমকল্যাণ, সামাজিক সুরক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কী কী উদ্যোগ নিয়েছে তা জানতে চেয়ে ছিলেন তৃণমূল সাংসদ। কিন্তু শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের লিখিত জবাবে স্পষ্ট হল অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের প্রতি অবহেলার কথা। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য কী উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র তারও সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেনি শ্রমমন্ত্রক। দিতে পারেননি রাজ্যভিত্তিক ও জেলাভিত্তিক হিসাবও।

এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে সংসদে অনড় বিরোধীরা

প্রতিবেদন: সপ্তাহের প্রথম দিনে ফের এসআইআর এবং বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলাকে কেন্দ্র করে বিজেপির বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে উঠল সংসদ। নির্লজ্জ বিজেপির মুখোশ টেনে খুলে দিল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধী জোট। মূলত এই দুই ইস্যুতেই সোমবার উত্তাল হয় সংসদ অধিবেশন। তৃণমূল-সহ ইন্ডিয়া ব্লকের বিরোধী শিবির ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনী এবং বাংলা ভাষা ইস্যুতে আগাম আলোচনার দাবি জানিয়ে মুলতুবি প্রস্তাবের নোটিশ দেয় সংসদের উভয় হাউস লোকসভা ও রাজ্যসভায়। কিন্তু স্পিকার বিরোধী শিবিরের তরফে দেওয়া সব নোটিশ খারিজ করে দেন। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা। আলোচনার দাবিতে ওয়েলে নেমে স্লোগান তোলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের অন্য সাংসদরা। আসনে ফিরে যেতে বিরোধী নেতাদের আবেদন করেন লোকসভার স্পিকার। গত দু'সপ্তাহে সংসদ অধিবেশন একটি বিল পাশ করতে পারেনি সরকার। সরকারের এই অসহায় অবস্থার কথা তুলে ধরেন লোকসভার অধ্যক্ষ। কিন্তু এরপরেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। নিজেদের দাবিতে অনড় বিরোধীরা। দফায় দফায় লোকসভা মুলতুবি হয়ে যায়। ভেস্তে যায় প্রশ্নোত্তর পর্ব। অধ্যক্ষ বিএসির বৈঠকে বিরোধী দলের ফ্লোর লিডারদের সংসদ সচল রাখতে অনুরোধ জানালেও দুই ইস্যুতে আলোচনার দাবি থেকে সরতে রাজি হননি বিরোধীরা। শেষে দিনের মতো মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভা। এদিন একইরকম ভাবে রাজ্যসভায় তৃণমূল ও বিরোধী দলের নেতারা একজোট হয়ে এসআইআর নিয়ে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে মিলিত আক্রমণ শানান। 'সার'-এর আলোচনা চেয়ে অনড় মনোভাব রেখেই বিরোধী দলের নেতারা শুক্রবার আলোচনা চেয়ে বিড়লাকে চিঠি লিখেছিলেন। সূত্রের দাবি, বিএসির বৈঠকে বিরোধী শিবিরের তরফে সরকার তিনটি অপশন বিষয় তুলে ধরে। প্রথমত, সার নিয়ে আলোচনা, নির্বাচনী সংস্কার এবং ভোটার তালিকা থেকে নাম অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু বিরোধী দের প্রস্তাবে সরকার কোনওটাই মানতে চায়নি।

হিমাচলের পরিবেশ, উদ্বেগে শীর্ষ আদালত

প্রতিবেদন: পাহাড়ি রাজ্য হিমাচল প্রদেশ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের মতে, সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন ভারতের মানচিত্র থেকেই মুছে যাবে গোটা হিমাচল প্রদেশ। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, শীর্ষ আদালতের এমন উদ্বেগের নেপথ্যে কারণটা কী? কারণটা আসলে পরিবেশ। আশঙ্কাজনকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। জলবায়ুর পরিবর্তন মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলছে পাহাড়-জঙ্গলে। অপরিকল্পিত নির্মাণ চলছে বনাঞ্চল ধ্বংস করে। সেইসঙ্গে ভূমিধসের বিভীষিকা তো আছেই। শীর্ষ আদালতের এই উদ্বেগপ্রকাশ একটি মামলাকে কেন্দ্র করে। পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে রাজ্যের কিছু এলাকাকে গ্রিন এরিয়া বলে ঘোষণা করেছিল হিমাচল প্রদেশ সরকার। ঐতিহ্যবাহী আপেল চাষ, পর্যটনশিল্পের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের রক্ষা করতেই এই পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা দায়ের করা হয় হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টে। সেই আবেদন অবশ্য খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট। মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলার শুনানিতেই শীর্ষ আদালতের বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালা ও বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ হিমাচলের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। বেঞ্চের স্পষ্ট অভিমত, এর জন্য শুধু প্রকৃতিকে দায়ী করলে ভুল হবে, আসলে বিপর্যয় ডেকে আনছে মানুষই। যদি এভাবে চলতে থাকে তা হলে দেশের মানচিত্র থেকে মুছে যাবে হিমাচল প্রদেশ। সেদিন আর দূরে নেই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, যাতে এমন না হয়। লক্ষণীয়, হাইকোর্টের নির্দেশে কিন্তু হস্তক্ষেপ করেনি শীর্ষ আদালত।

দেশ বিদেশ

5 August, 2025 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইয়েমেন উপকূলে উল্টে গেল পরিযায়ী শ্রমিকদের নৌকা। এই ঘটনায় মৃত প্রায় ৭০। নিখোঁজ আরও ৭৪ জন। জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গিয়েছে কেবল ১২ জনকে। ইয়েমেনের হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা চলছে

চূড়ান্ত দুর্নীতি ডবল ইঞ্জিনের বিহারে

মাত্র দেড় মাসেই ছাল উঠে গেল ৪২২ কোটির উড়ালপুলে

প্রতিবেদন: গত ১১ জুন পাটনায় এই উড়ালপুল উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তিনি এই উড়ালপুলকে সরকারি উন্নয়নের 'ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি' আখ্যা দিয়েছিলেন। পাটনার ওই উড়ালপুল নির্মাণে খরচ হয় ৪২২ কোটি টাকা। কিন্তু দেড় মাসের মধ্যেই উন্নয়নের নমুনা বোঝা গেল। বৃষ্টিতে ছাল উঠে, ফাটল ধরে বিপজ্জনক হাল বহুলপ্রচারিত সেই উড়ালপুলের। বেড়েছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে উড়ালপুলের বেহাল দশার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। কাঠগড়ায় বিহার সরকার। সাধারণ মানুষের

অভিযোগ, বিপুল টাকা বরাদ্দ হলেও তা নয়ছয় হয়েছে এনডিএ রাজ্যে। জলের মতো আমজনতার অর্থ অপচয় করে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে বানানো হয়েছে রাজধানী পাটনার অশোক রাজপথ ধরে ডবল ইঞ্জিন সরকারের এই উড়ালপুল। যেকোনেও মুহূর্তে বড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকছে। রাজপথের যানজট নিয়ন্ত্রণ করতেই এই উড়ালপুলে ত্রিস্তরীয় ট্রাফিক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উড়ালপুলের একদিক পাটনা কলেজ থেকে বিএন কলেজ পর্যন্ত প্রসারিত, দ্বিতীয় দিকটি কারগিল চক থেকে শতাব্দী দ্বার পর্যন্ত গিয়েছে। উদ্বোধনের দিন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ সগর্বে দাবি করেছিলেন, সারা রাজ্যে নগর পরিকাঠামোর মডেল এই উড়ালপুল। কিন্তু এক মাস যেতে না যেতেই সেই মডেল পরিকাঠামোর নমুনা সর্বসমক্ষে উঠে এল। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল সেই ছবি।

উড়ালপুলে ফাটলের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই বিরোধীরা তোপ দেগেছেন, প্রশাসনিক দুর্নীতির জেরে উন্নয়নের পরিকাঠামোর পাশাপাশি নাগরিক সুরক্ষাও প্রশ্নের মুখে। এই উড়ালপুল ভেঙে বড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকছেই। ভোটমুখী বিহারে এই নিয়ে এই মুহূর্তে তরজা তুঙ্গে। ডবল ইঞ্জিন উন্নয়নের এই নমুনাকে কটাক্ষ করে প্রশাসনিক দুর্নীতির অভিযোগে সরব বিরোধীরা।

তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক

(প্রথম পাতার পর)

সেইসঙ্গে আমি সেই সব অভিজ্ঞ সাংসদদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, যাঁরা পথচলার দিকনির্দেশ করেছেন।

বিকেলের বৈঠকের পর সন্ধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় নেত্রী বিষয়টি উল্লেখ করে লিখেছেন, বর্ষীয়ান সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ। তাঁর চিকিৎসা চলছে। তাই দলীয় সাংসদরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লোকসভার দলনেতা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আমরা সুদীপদার দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। তিনি সুস্থ হয়ে আবার তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করবেন।

লোকসভা এবং রাজ্যসভা, উভয় কক্ষের সাংসদরাই নেত্রীর ডাকা এই বৈঠকে ছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ রয়েছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। অসুস্থ সৌগত রায়ও। দু'জনেই লোকসভার অধিবেশনে গরহাজির রয়েছেন। পরিস্থিতি বিবেচনা করে নেত্রী দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে এই দায়িত্ব তুলে দিলেন। ২০১৪ সাল থেকে টানা সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসছেন অভিষেক। লোকসভার অন্দরে এবং বাইরে তিনি চোখা চোখা বক্তব্যে বিরোধীদের শুধু অপ্রস্তুত করেছেন তাই নয়, প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য করেছেন। পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর কেন্দ্রীয় সরকার যে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল বিদেশে পাঠিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে তিনিই সফলতম সাংসদ। সাংসদ হিসেবে এলাকায় তাঁর কাজ নিয়ে বিরোধীরাও প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। এদিনের বৈঠকে সুপ্রিমো লোকসভা-রাজ্যসভার কাজকর্ম নিয়ে কাটাছেঁড়া করেন। ত্রুটি ও ইতিবাচক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা হয়।

আরামবাগ ও ঘাটালে আজ মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

জেলা সভাপতি অজিত মাইতি-সহ জেলার নেতা ও প্রশাসনের কর্তারা। আরামবাগের প্রশাসনিক প্রস্তুতি সারা। ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখবেন। উপস্থিত থাকবেন সাংসদ দেব। এবছর ব্যাপক বৃষ্টি ছাড়াও অনিয়ন্ত্রিত ভাবে জল ছেড়েছে ডিভিসি। তাতে বহু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। দুর্গতদের পাশে আছে রাজ্য সরকার। ডিভিসি নিয়ে একাধিকবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী কাল, বুধবার ঝাড়গ্রামে পৌঁছবেন তিনি। সেখানেও রয়েছে একাধিক কর্মসূচি।

ভারতের উপর আরও শুল্ক আরোপের হুমকি

প্রতিবেদন: ভারতের উপর ধাপে ধাপে আরও শুল্ক বসানোর হুমকি দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার ট্রুথ সোশ্যালে তাঁর দাবি, ভারত শুধু কম দাম বলেই রাশিয়ার তেল কেনে না, বরং সেই তেল বিশ্ববাজারে আরও বেশি দামে বিক্রি করে মুনাফা করছে তারা। ইউক্রেনে কত মানুষ মরছে তা নিয়ে হেলদোল নেই ভারতের। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ধাপে ধাপে শুল্ক বসাব। এদিকে এই হুমকির পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, ইচ্ছে থাকলেও গতবার যা করে উঠতে পারেননি, এবার তাই

কোভিডের জন্যই গতবার ভন্ডুল পরিকল্পনা: ট্রাম্প

করে দেখাচ্ছেন। শুল্কনীতি প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রথমবার ক্ষমতায় এসেই মার্কিন স্বার্থ রক্ষায় বিভিন্ন দেশের পণ্যের উপরে বাড়তি শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারেননি। ট্রাম্পের ব্যাখ্যা, কোভিড অতিমারি এসে সব পরিকল্পনা ভন্ডুল করে দিয়েছিল। তাই দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার সুযোগ পেয়েই সেই কাজ করে দেখাচ্ছি। সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এর পাশাপাশি পূর্বসূরি জো বাইডেন তথা ডেমোক্র্যাটদেরও একহাত নিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি, অনেক বছর আগেই এই পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করা উচিত ছিল। আমেরিকার অর্থনীতির উন্নতির স্বার্থেই এটা জরুরি। ট্রাম্প জানান, প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত তিনি শুধুমাত্র একটি দেশের উপরেই কার্যকর করতে পেরেছিলেন। দেশটি হল চিন। ট্রাম্প বলেন, আরও অনেক দেশের উপর আমাদের এটা করা উচিত ছিল।

বর্ষপূর্তির মুখে ইউনুস জমানার হাল

খাদ্যনিরাপত্তাহীনতায় এখন এগিয়ে বাংলাদেশ!

প্রতিবেদন: গত অগাস্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর 'অনির্বাচিত' ইউনুস সরকারের বর্ষপূর্তির মুখে বাংলাদেশ জুড়ে নৈরাজ্য আর অরাজকতার স্পষ্ট ছবি সর্বস্তরে। প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস নিজে অর্থনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতি তলানিতে। সর্বশেষ, রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার মানদণ্ডে বিশ্বের প্রথম পাঁচটি দেশের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে বর্তমান বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুসারে, ইউনুস জমানায় তীব্র খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকা বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি দেশের মধ্যে চতুর্থ স্থানেই আছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক খাদ্যসংকট নিয়ে প্রকাশিত 'গ্লোবাল রিপোর্ট অন ফুড ক্রাইসিস ২০২৫'-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।

প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রসংঘের পাঁচটি সংস্থা মিলে এই বিষয়ে সর্বশেষ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। সমীক্ষাকারী সংস্থাগুলি হল এফএও, ইফাদ, ডব্লুএফপি, ডব্লুএইচও এবং ইউনিসেফ। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার দেওয়া 'গ্লোবাল রিপোর্ট অন ফুড ক্রাইসিস' শীর্ষক পৃথক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বে তীব্র খাদ্যসংকটে থাকা দশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ স্থানে।

রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে করা দুই পৃথক প্রতিবেদন অনুসারে, শুধু খাদ্যনিরাপত্তার সংকটই নয়, জনগণের স্বাস্থ্যকর বা সুষম খাদ্যগ্রহণের নিরিখেও অনেক পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। এখনও দেশের ৭ কোটি ৭১ লাখ মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পায় না। দেশের ১০ শতাংশের বেশি মানুষ অপুষ্টির শিকার। তবে রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের দাবি, যথেষ্ট খাদ্য মজুত আছে দেশে। সরকারের তরফে এই রিপোর্ট নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে।

রেকর্ড, দু'দিনে সাড়ে ৪ লক্ষ

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে। দু'দিনে এই শিবিরগুলিতে সাড়ে চার লক্ষেরও বেশি মানুষ অংশ নিয়েছেন।

মুখ্যসচিব জানান, এই প্রকল্পে সাধারণ মানুষ নিজের পাড়ার উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন নিজেই। কোন রাস্তা মেরামত হবে, কোথায় ল্যাম্পপোস্ট লাগবে, কোথায় নিকাশি উন্নত করতে হবে কিংবা পানীয় জলের সমস্যা থেকে শুরু করে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মানোন্নয়ন, জলাশয় সংরক্ষণের মতো পরিষেবাও ঠিক হচ্ছে ক্যাম্পে বসে। শিবিরে আসা মানুষের সমস্যার দ্রুত সমাধান হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, 'দুয়ারে সরকার' শিবিরও সমান্তরালভাবে ভালভাবে চলছে। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য শিবির ও স্বনির্ভর মেলার আয়োজন করে পাড়ায় পাড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যসচিব জানান, শিবিরে মানুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। মানুষ নিজের এলাকার মানচিত্র তৈরি করে কী কী সমস্যা রয়েছে, তা শিবিরে উপস্থিত আধিকারিকদের সামনে তুলে ধরছেন। এই অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া থেকেই প্রকল্প সফলতার ইঙ্গিত মিলছে বলে মনে করছেন প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা।

জীবন ও স্বাস্থ্যবিমার উপর জিএসটি নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি

প্রতিবেদন: সাধারণ মানুষের স্বার্থে জীবনবিমা ও স্বাস্থ্যবিমার উপর থেকে জিএসটি কমানোর দাবিতে বারবার সোচ্চার হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। এবার কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে

লোকসভায় জানাল কেন্দ্র

জানিয়ে দিল, এলআইসি প্রিমিয়াম-এর উপর জিএসটি কমানোর বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি। জিএসটি কাউন্সিল এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য গঠিত মন্ত্রিগোষ্ঠীর চূড়ান্ত সুপারিশের অপেক্ষায় রয়েছে। মন্ত্রিগোষ্ঠীর সুপারিশগুলি কাউন্সিলের পরবর্তী বৈঠকে উত্থাপন করা হবে।

সোমবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ দীপক অধিকারীর প্রশ্নের জবাবে জানান, সমস্ত পণ্য ও পরিষেবার উপর জিএসটির হার

ও ছাড় জিএসটি কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। জিএসটি কাউন্সিল একটি সাংবিধানিক সংস্থা, যেখানে কেন্দ্র এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সরকারের সদস্যগণ উপস্থিত থাকেন। স্বাস্থ্যবিমা এবং জীবনবিমার উপর জিএসটি সংক্রান্ত বিষয়টি ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জিএসটি কাউন্সিলের ৫৪তম বৈঠকে উত্থাপন করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর কাউন্সিল জীবনবিমা এবং স্বাস্থ্যবিমার উপর জিএসটি সংক্রান্ত বিষয়গুলি সামগ্রিকভাবে খতিয়ে দেখার জন্য একটি মন্ত্রিগোষ্ঠী গঠনের সুপারিশ করে। এই মন্ত্রিগোষ্ঠী তাদের সুপারিশ চূড়ান্ত করার জন্য আরও সময় চেয়েছিল। সেইমতো পর্যালোচনার জন্য আরও সময় দরকার।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন 'কোয়ান্টাম লিকুইড স্ফটিক'। এই পদার্থটি একটি পরিবাহী ওয়েইল সেমিমেটাল এবং একটি চৌম্বকীয় স্পিন বরফ এই দুটি ভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত। এই আবিষ্কার পদার্থবিদ্যার নতুন দিক উন্মোচনে সহায়তা করবে

আমাদের শরীরের নানা জৈবিক প্রক্রিয়ার নিখুঁত সচলতার এক অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী লাইসিন— একটি অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড, যা মানবদেহে গঠনতন্ত্র থেকে শুরু করে রোগ-প্রতিরোধ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রভাব ফেলে। প্রোটিন সংশ্লেষ, এনজাইম বা উৎসেচক সক্রিয়করণ, হরমোন উৎপাদন ও ক্যালসিয়ামের শোষণ— সবক্ষেত্রেই লাইসিন এক নীরব অথচ নির্ভরযোগ্য সহচর। এই নিবন্ধে আমরা লাইসিনের সেই নেপথ্য ভূমিকার পর্দা সরিয়ে দেখতে চেষ্টা করব— একটি মৌলিক অণু কীভাবে প্রাণযন্ত্রের সুরে সুর মেলায়।

লাইসিন

স্বাস্থ্যরক্ষায় নীরব সৈনিক

মানবদেহের সার্বিক বৃদ্ধি, উন্নতি ও রোগ প্রতিরোধে লাইসিনের প্রভাব অপরিসীম। এটা এক নির্ভরযোগ্য সহচর। কী এই লাইসিন? এর কাজ কী? এই নিয়ে বিস্তারিত লিখলেন **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

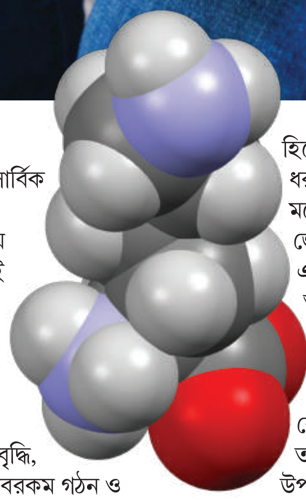

লাইসিনের গুরুত্ব

লাইসিন আমাদের দেহের সার্বিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। প্রোটিনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে এই লাইসিন আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটিন উৎপাদন করে। দেহের ভিতরের কোষগুলোকে সারিয়ে তোলা, মাংসপেশিগুলোর ঠিকঠাক বৃদ্ধি, শৈশব ও বয়ঃসন্ধিকালের সবরকম গঠন ও কাজকর্ম যেন ঠিকমতো হয়, সে-খেয়ালও রাখে লাইসিন। শরীর চালানোর জন্য জরুরি শক্তি উৎপাদন ও ফ্যাটি অ্যাসিড মেটাবলিজমের জন্য দরকারি কারনিটিন তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই লাইসিনের। মানবদেহের সামগ্রিক কোষের দেখভাল, হাড়ের শক্তি ধরে রাখা, ক্ষতস্থান সারিয়ে তোলা কিংবা চামড়ার মতো কানেকটিভ টিস্যুর সুস্থতা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় কোলাজেন সংশ্লেষণেও প্রধান কাজটি করে ওই লাইসিন।

প্রয়োজনে নানারকম খনিজ পদার্থগুলোকে মানবদেহের নানা জায়গায় পৌঁছে দেয় লাইসিন। এটি এমন একটি মৌলিক অ্যামিনো অ্যাসিড, যা ক্যালসিয়াম হোমিওস্ট্যাসিসে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে প্যারাথাইরয়েড হরমোন ও ক্যালসিটোনিনের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে। হিস্টোন মডিফিকেশনে, লাইসিন রেসিডু অ্যাসেটাইলেশন বা মিথাইলেশনের মাধ্যমে জিনের এক্সপ্রেশন নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর ফলে, এপিজেনেটিক নিয়ন্ত্রণে লাইসিন একটি কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে কাজ করে, যা এপিজিনোমের গঠন ও কার্যকারিতাকে নির্ধারণ করে।

লাইসিনের পরিচয়

লাইসিন আমাদের শরীরের একটি অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড, যা বহুসংখ্যক প্রোটিন উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে কাজে লাগে। অ্যামিনো অ্যাসিড হল এমন একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ যার মধ্যে অ্যামিনো এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিড উভয়ই কার্যকরী গ্রুপ হিসেবে উপস্থিত থাকে। প্রায় ৫০০টি এই ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ২২টিকে মানব জীবনের জেনেটিক কোডে দেখতে পাওয়া যায়। এই ৫০০টির মধ্যে আবার মাত্র ২২টি আলফা অ্যামিনো অ্যাসিড, যেগুলো প্রোটিন-শৃঙ্খলে যুক্ত থাকে, যার মধ্যে লাইসিন অন্যতম। আমাদের শরীরের মধ্যে উপস্থিত মাংসপেশি ও অন্যান্য কোষসমূহে যে প্রোটিন ব্লকগুলো রয়েছে, তাদের গঠনে জলের পরে দ্বিতীয় যে উপাদানটির আধিক্য রয়েছে, তা হল অ্যামিনো অ্যাসিডের অংশ।

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রির নির্ধারিত নামকরণে লাইসিনের সাধারণ নাম তো লাইসিনই। তবে সিস্টেমের নাম কী? সেটা হল ২,৬-ডাই-অ্যামিনো-হেক্সানোয়িক অ্যাসিড। যদিও মানবদেহ সরাসরি লাইসিনকে নিজের মধ্যে সংশ্লেষ করতে পারে না; তাই দৈনন্দিন জীবনে নানারকম খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমেই লাইসিন আমাদের দেহে প্রবেশ করে। এটি বায়োসিন্থেসিস প্রক্রিয়ায় প্রোটিন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি নিউরোট্রান্সমিটারের সঠিক পরিবহণে সহায়তা করে, স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতায় ভারসাম্য আনে। এছাড়া, পৃথিবীর প্রাচীন প্রাণ সৃষ্টির প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় লাইসিনের উপস্থিতি প্রমাণ করে প্রোটিন জীবনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল, যা জীবনের আবির্ভাবে এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান ছিল বলে গণ্য করা হয়।

লাইসিন সর্বপ্রথম খুঁজে পাওয়া যায় ক্যাসেইন নামে একপ্রকার ফসফোপ্রোটিনের হাইড্রোলাইসিসের সময়। সেই ১৮৮৯ সালে জার্মান জৈব রসায়নবিদ ফার্দিনান্দ হাইনরিখ এডমান্ড ড্রেসেল লাইসিনকে আলাদা করেন। স্তন্যপায়ী প্রাণীর দুধে প্রায় ৮০ ভাগই ফসফোপ্রোটিন, সেই তুলনায় মানুষের দুধে মাত্র ২০-৬০ ভাগ। ক্যাসেইন প্রাথমিকভাবে দুধের মধ্যে তেল কিংবা চর্বি ও জলকে একত্রে মেশানোর জন্য এমালসিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গ্রিক শব্দ লাইসিস, যার অর্থ আলগা করা, ওখান থেকেই লাইসিন কথাটা এসেছে। ১৯০২ সালে দু'জন জার্মান রসায়নবিদ এমিল ফিসার ও ফ্রিৎজ্ উইজার্ট লাইসিনের সংশ্লেষণ করে তার কেমিক্যাল স্ট্রাকচার প্রকাশ করেন।

লাইসিনের অভাব

লাইসিন আমাদের শরীর তথা প্রাণীদেহের জন্য আবশ্যিক একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ। এই লাইসিনের পরিমাণ দেহের মধ্যে ঘাটতি দেখা দিলে নানারকম জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রথমত, শরীরের সংযোজক কোষগুলোর কাঠামোতে আঘাত করে, ফলে চামড়ার স্থিতিস্থাপকতা, হাড়ের স্বাস্থ্য ও গাঁটের নমনীয়তা ব্যাহত হয়। নির্ধারিত ফ্যাটি অ্যাসিড মেটাবলিজম ঠিকমতো হয় না, কারনিটিনের উৎপাদন কমে যায়, মাইটোকন্ড্রিয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই ফ্যাটি অ্যাসিড পৌঁছায় না। শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দেহে বিপাকীয় সমস্যা দেখা দেয়। প্রয়োজনীয় শক্তির জোগান কমে যায়, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, অনাক্রম্যতা কমে, নানারকম রোগ বাসা বাঁধে শরীরে। লাইসিনের অভাবে লোহিত রক্তকণিকায় মজুত প্রোটিন, হিমোগ্লোবিনের উৎপাদন কমে যায়, আয়রন বা লোহার ঘাটতি দেখা দেয়, ফলে প্রাণীদেহ অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতায় ভোগে।

প্রয়োজনীয় খনিজগুলো ঠিকঠাক শরীরের সবজায়গায় পৌঁছায় না, ক্যালসিয়াম ফসফরাসের ঘাটতি পূরণ হয় না, অপুষ্টি বাড়ে, শরীর মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়, এই লাইসিনের কমতি হলেই। মস্তিষ্কের মধ্যেকার স্নায়বিক কাজকর্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে নানা ধরনের নিউরোলজিক্যাল ডিজঅর্ডারের শিকার হয় মানবদেহ। বলে রাখা ভাল, লাইসিন সরাসরি প্রাণিদেহের কোনও নির্দিষ্ট একটি রোগের কারণ নয়, লাইসিনের অভাবে নানারকম রোগের লক্ষণ ফুটে ওঠে আমাদের দেহে। তবে বৈজ্ঞানিক কসরত জারি আছে, খুঁজে দেখার চেষ্টা চলছে, শরীরের কোনও রোগের সঙ্গে সরাসরি লাইসিনের কোনও যোগ রয়েছে কি না।

লাইসিনের লক্ষ্য

প্রাণিদেহের সাধারণত লিভারে, বিশেষ করে মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে লাইসিনের ক্যাটাবলিজম বা বিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শিশুদের ক্ষেত্রে দৈনিক ৬০ মিলিগ্রাম প্রতি

কেজি এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ৩০ মিলিগ্রাম প্রতি-কেজির মতো লাইসিনের পুষ্টিগত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রতিদিনকার জীবনে আমরা যেসব খাবার খাই, আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তার মধ্যে যেন লাইসিনের উপস্থিতি যথেষ্ট হয়। সাধারণত ডিম, গরুর মাংস, ভেড়ার মাংস, শুয়োরের মাংস, পোল্ট্রি কিংবা পারমেজান চিজ, আবার মাছ বলতে কড কিংবা সার্ডিন এমনকী ডালশস্যের মধ্যেও লাইসিন ভরপুর পাওয়া যায়। ব্যস, আমাদের খাদ্যগ্রহণের সময় যেন সবকিছুই ব্যালান্সড হয়, সেদিকে নজর দিলেই আর কোনও সমস্যা নেই।

মাঠে ময়দানে
5 August, 2025 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রসিধ কৃষ্ণর ক্ষমতা রয়েছে দীর্ঘদিন ভারতীয় ক্রিকেটের সেবা করার, দাবি মর্কেলের

তেন্ডুলকর-অ্যান্ডারসন ট্রফির দখল থাকল স্টোকস ও শুভমনের হাতে। সোমবার ওভালে।

গাব্বার থেকে বড় জয় : সানি

লন্ডন, ৪ অগাস্ট : গাব্বার থেকেও বড় জয়। বললেন সুনীল গাভাসকর। কেন তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্রিসবেনের গাব্বায় ভারত যখন ঋষভ পন্থের দুর্ধর্ষ ব্যাটিংয়ে জয় পেয়েছিল, তখন সিরিজ ছিল ১-১। আর ওভালে ভারত ১-২ পিছিয়ে থেকে খেলতে নেমেছিল। অর্থাৎ শুভমনরা নেমেছিলেন পিছিয়ে থেকে।

ভারতীয় দল যখন ওভালে ভিকট্রি ল্যাপ দিচ্ছিল, তখন আবেগে ভেসে যাচ্ছিলেন প্রাক্তন বিশ্বসেরা ওপেনার। তিনি বলছিলেন, যেভাবে এদিন সবাই মিলে জয়ের জন্য ঝাঁপিয়েছিল মাঠে, প্রাক্তন হিসাবে তিনি সেটাই দেখতে চেয়েছিলেন। খেলার পর সানি প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন সিরাজকে। তিনি যেভাবে টানা বল করে গিয়েছেন তাতে তিনি মুগ্ধ। সানির কথায়, একজন ফাস্ট বোলার একেকটি স্পেলে তিন-চার ওভার বল করে। সিরাজ সাত-আট ওভার বল করেছে। অসাধারণ। এরপর সিরাজের ম্যাচ জেতানো ইয়র্কার নিয়ে তিনি বলেন, এটা ঠিক টেনিসের ফাইনাল সার্ভ, ফাইনাল পয়েন্টের মতো। দারুণ ইয়র্কার।

সানি অবশ্য উইকেটকিপার ধ্রুব জুরেলেরও প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, ডান বা বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে জুরেল একের পর এক বল বাঁচিয়েছে। তাতে রান বেঁচেছে। এরপর সানি অধিনায়ক শুভমনের প্রশংসা করে বলেছেন, অধিনায়ক হিসাবে অনেক চাপ নিয়ে ব্যাট করেছে। ও রান করেছে। কখনও হাল ছাড়েনি। তাছাড়া শুভমনের ফিল্ডিং প্লেসমেন্টও খুব ভাল হয়েছে। ক্রলির জন্য যেমন এক্সট্রা কভার সাজিয়েছিল। শেষদিনেও শুভমনের ফিল্ডিং সাজানোতে বুদ্ধির ছাপ ছিল বলে জানান গাভাসকর।

শিখলাম কখনও হাল ছাড়তে নেই : শুভমন

লন্ডন, ৪ অগাস্ট : পিছিয়ে পড়েও সিরিজ ড্র ২-২ করে দেশে ফিরছেন। উচ্ছ্বাসে ভাসছেন শুভমন গিল। ভারত অধিনায়কের বাড়তি পাওয়া ম্যান অফ দ্য সিরিজের পুরস্কার। যা তিনি হ্যারি ব্রুকের সঙ্গে যুগ্মভাবে পেয়েছেন।

আপ্লুত শুভমন বলছেন, অসাধারণ জয়। আমরা তরুণ দল। কিন্তু সিরিজ শুরুর আগেই নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিয়েছিলাম, মাঠে যেন সেটা মনে না হয়। আজ সেটা প্রমাণ করে দিয়েছি। দুর্দান্ত একটা সিরিজ হল। দুটো দলই দারুণ খেলেছে। সিরিজের সবক'টা টেস্টেই শেষ দিন পর্যন্ত বোঝা যায়নি কোন দল জিতবে। এতেই প্রমাণ হয়, প্রত্যেকে নিজেদের সেরাটা নিংড়ে দিয়েছে। ওভালে জসপ্রীত বুমরার অভাব যে মহম্মদ সিরাজ ও প্রসিধ কৃষ্ণ বুঝতেই দেননি, সেটা স্পষ্ট জানিয়েছেন শুভমন। তাঁর বক্তব্য, সিরাজ ও প্রসিধের মতো পেসার থাকলে অধিনায়কের কাজটা সহজ হয়ে যায়। আজ আমরা যেভাবে ছাপ রেখেছি, সেটা অসাধারণ। গতকালও জেতার জন্য আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। জানতাম, ইংল্যান্ড চাপে পড়ে গিয়েছে। সিরাজ তো যে কোনও অধিনায়কের স্বপ্ন। প্রতিটি স্পেলে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে। ২-২ এই সিরিজের যথার্থ ফল।

ব্যাট হাতেও স্বপ্নের একটা সিরিজ কাটিয়েছেন শুভমন। ৫ টেস্টের ১০ ইনিংসে চারটি সেঞ্চুরি-সহ ৭৫.৪০ গড়ে করেছেন মোট ৭৫৪ রান। আর একটু হলেই সুনীল গাভাসকরের ৭৭৪ রানের রেকর্ড ভেঙে দিতেন। শুভমনের বক্তব্য, আমার লক্ষ্য ছিল, সিরিজের সেরা ব্যাটার হওয়া। সেটা করতে পেরেছি বলে খুব ভাল লাগছে। আসলে টেকনিক ও মানসিকতা দুটোই ঠিক রাখতে হয়। গত ছ'সপ্তাহের সবথেকে বড় শিক্ষা, কখনও হাল ছাড়তে নেই।

হেরেও গর্বিত : স্টোকস

লন্ডন, ৪ অগাস্ট : মাত্র ৬ রানের জন্য সিরিজ জয় অধরা! হতাশ বেন স্টোকস। তবে একই সঙ্গে সতীর্থদের জন্য গর্বিত ইংল্যান্ড অধিনায়ক। চোটের জন্য ওভালে খেলতে পারেননি। স্টোকসের আক্ষেপ, মাঠের বাইরে বসে দলের হার দেখা খুব বাজে অভিজ্ঞতা। এমন একটা অসাধারণ ম্যাচ খেলতে পারলাম না বলে আক্ষেপ হচ্ছে। দুটো দলই অসাধারণ ক্রিকেট খেলেছে। হতাশ লাগছে, অল্পের জন্য সিরিজটা জিততে পারলাম না।

স্টোকস আরও বলেছেন, ভাঙা কাঁধ নিয়ে ক্রিস ওকস দলের স্বার্থে ব্যাট করতে নেমেছিল। আমাদের দলে ভাঙা পা, ভাঙা আঙুল নিয়ে খেলার উদাহরণও আছে। এটাই প্রমাণ করে, দেশের জন্য এই ক্রিকেটাররা নিজেদের সর্বস্ব দিতে তৈরি। এমন দলের অধিনায়ক হিসেবে আমি গর্বিত। তাঁর সংযোজন, অসাধারণ একটা সিরিজ হল। সর্বোচ্চ ক্রিকেটের সঙ্গে আবেগের বিস্ফোরণও দেখা গিয়েছে গোটা সিরিজে। ওভালেও পাঁচদিন ধরে দুটো দল সর্বোচ্চ মানের ক্রিকেট উপহার দিয়েছে।

স্টোকসের আক্ষেপ, ওকসের চোট আমাদের জন্য বড় ধাক্কা ছিল। ম্যাচের শুরুতেই যদি দলের অন্যতম সেরা বোলার চোট পেয়ে বসে, তাহলে তার প্রভাব তো পড়বেই। তবুও আমি টাং, অ্যাটকিনসন, ওভার্টনদের জন্য গর্বিত। ওরা এই টেস্টে যেভাবে বোলিং করেছে, তার প্রশংসা করতেই হবে। নিজের চোট নিয়ে স্টোকসের বক্তব্য, রিহ্যাব শুরু করেছি। কয়েক মাস পরেই অ্যাসেজের মতো বড় সিরিজ রয়েছে। আশা করি, তার আগেই নিজের সেরা ছন্দে ফিরতে পারব।

শেষরক্ষা হল ওভালে। সান্ত্বনা ওকসকে স্টোকসের।

স্টোকসের পর নেতা হোক ব্রুক : ভন

লন্ডন, ৪ অগাস্ট : লাল বলের ফরম্যাটে বেন স্টোকসের পর ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তির নাম হ্যারি ব্রুক। সাফ জানাচ্ছেন মাইকেল ভন। টেস্ট ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের সহ-অধিনায়কের নাম অলি পোপ। আহত স্টোকসের অনুপস্থিতিতে ওভাল টেস্টে পোপ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। যদিও ভন বলছেন, টেস্টে নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারের স্টোকসের যোগ্য উত্তরসূরির নাম হ্যারি ব্রুক। ও একজন সহজাত নেতা। মাঠে ওর উপস্থিতিতে সেটা স্পষ্ট ধরা পড়ে। যদি ভবিষ্যতে স্টোকস চোটের কারণে কোনও টেস্ট খেলতে না পারে, তাহলে পোপ নয়, আমি ব্রুককেই অধিনায়ক হিসাবে দেখতে চাই। ভনের সংযোজন, পোপ সহ-অধিনায়ক হিসাবে অসাধারণ। ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অধিনায়ককে মূল্যবান পরামর্শ দিতে দক্ষ। কিন্তু সমস্যা হল, সহ-অধিনায়করা সব সময় দুর্দান্ত নেতা হতে পারে না। পোপের নেতৃত্বে কিছুটা হলেও ঘাটতি রয়েছে। ও সহজাত নেতা নয়। মার্কাস ট্রেসকোথিকের উদাহরণ টেনে ভন আরও বলেছেন, আমার সময়ে ট্রেসকোথিক দুর্দান্ত সহ-অধিনায়ক ছিল। কিন্তু অধিনায়কত্ব অন্য বিষয়। আমি শুধু দেখতে চাই, যোগ্যতম ব্যক্তি ইংল্যান্ড টেস্ট দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আর আমার মতে সেই ব্যক্তির নাম হ্যারি ব্রুক। প্রসঙ্গত, ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ব্যাট হাতে দারুণ ফর্মে ছিলেন ব্রুক। ৫ টেস্টের ৯ ইনিংসে দু'টি সেঞ্চুরি-সহ ৫৩.৪৪ গড়ে ৪৮১ রান করেছেন।

মুগ্ধ শচীন, সৌরভ সিরাজে মজে বিরাট

জয়ের তিন কারিগর। বাঁদিক থেকে আকাশ, সিরাজ ও প্রসিধ।

নয়াদিল্লি, ৪ অগাস্ট : ওভালে হারের মুখ থেকে জয় ছিনিয়ে এনেছে ভারত। শুভমন গিলের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়ার পারফরম্যান্সে উচ্ছ্বসিত ক্রিকেট মহল। বাদ গেলেন না শচীন তেন্ডুলকর এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। ওভালের জয়ের জন্য দুই প্রাক্তন তারকাই কুর্নিশ জানিয়েছেন শুভমনদের। অভিনন্দন জানিয়েছেন সদ্য টেস্ট থেকে অবসর নেওয়া বিরাট কোহলিও।

শচীন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন, টেস্ট ম্যাচ মানেই গায়ে কাঁটা দেওয়া। সিরিজ ২-২ হলেও, পারফরম্যান্সে দশে দশ। ভারতের সুপারম্যানরা, অসাধারণ জয়ের জন্য তোমাদের অভিনন্দন। সৌরভ আবার লিখেছেন, অসাধারণ খেলল টিম ইন্ডিয়া। টেস্ট ক্রিকেট, এখনও পর্যন্ত সেরা ফরম্যাট। দুর্দান্ত শুভমন গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের সব সদস্য এবং কোচদের অভিনন্দন। সিরাজ কখনও দলকে হতাশ করেনি। সেটা বিশ্বের যে প্রান্তেই খেলা হোক না কেন। দেখার মতোই একটা অভিজ্ঞতা। দারুণ খেলেছে প্রসিধ, আকাশ দীপ, যশস্বী। অসাধারণ একটা সিরিজ কাটাল জাদেজা, ওয়াশিংটন, পন্থ। একটা তরুণ দলের এত ধারাবাহিকতা!

বিরাট আবার জয়ের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি আলাদা করে প্রশংসা করেছেন মহম্মদ সিরাজের। তিনি লিখেছেন, টিম ইন্ডিয়ার দুর্দান্ত জয়। সিরাজ ও প্রসিধ অসাধারণ ধৈর্য ও দায়বদ্ধতা আমাদের একটা অবিশ্বাস্য জয় উপহার দিল। আদালা করে সিরাজের কথা বলতে চাই। দলকে জেতানোর জন্য নিজেকে উজাড় করে দিল। সিরাজের জন্য দারুণ খুশি। শুধু শচীন, বিরাট ও সৌরভই নন। ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন অনিল কুম্বলে, বীরেন্দ্র শেহবাগ, হরভজন সিংদের মতো প্রাক্তন তারকারাও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

5 August, 2025 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৫ অগাস্ট
২০২৫
মঙ্গলবার

ওভালে জিতে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তালিকায় এক ধাপ এগিয়ে তিনে উঠল ভারত

এক নজরে ওভাল, সোমবার

ভারতীয় ক্রিকেটারদের ভিকট্রি ল্যাপ। সোমবার।

সিরাজের একহাতে জয়ের স্মারক স্ট্যাম্প। অন্যহাতে পাঁচ উইকেট নেওয়া বল।

উচ্ছ্বাস ভারতীয় ক্রিকেটারদের। এই সঙ্গে ড্র হয়ে গেল সিরিজ।

মধ্যমণি শুভমন। পাশে যশস্বী, প্রসিধ ও সিরাজ।

চোট নিয়েই মাঠে নেমেছিলেন ওকস। খেলার পর তাঁকে সান্ত্বনা শুভমনের।

চোটেই ছিটকে যান বুমরা

মুম্বই, ৪ অগাস্ট : ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নয়। ওভাল টেস্টে জসপ্রীত বুমরার না খেলার আসল কারণ হাঁটুর চোট! জানিয়েছেন বোর্ডের একটি সূত্র।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে বুমরা যে তিনটের বেশি টেস্ট খেলবেন না, সেটা আগেই জানিয়েছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। বলা হয়েছিল, ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু ওভালের মরণ-বাঁচন টেস্টে বুমরাকে খেলানোর দাবি উঠেছিল জোরালো ভাবে। যদিও শেষ পর্যন্ত বুমরা খেলেননি। বরং সেই সময় বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছিল, বুমরাকে পঞ্চম টেস্টের স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল, সেই কারণ জানায়নি বোর্ড। সবাই ধরেই নিয়েছিলেন, পূর্ব ঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে বুমরা খেলছেন না। যদিও বিসিসিআইয়ের একটি সূত্রর দাবি, দুর্ভাগ্যজনকভাবে বুমরা হাঁটুর চোটে ভুগছে। তাই ঝুঁকি নিয়ে ওকে ওভাল টেস্টে খেলানো হয়নি। তবে ভাল খবর হল, চোট মারাত্মক কিছু নয়। অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়বে না। বোর্ডের চিকিৎসকরা আপাতত ওর চোটের স্ক্যান রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন। সেই রিপোর্ট দেখার পরেই বোঝা যাবে, ওকে কতদিন বিশ্রাম নিতে হবে। প্রসঙ্গত, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩ টেস্টে ১৪ উইকেট নিয়েছেন বুমরা। তবে এই ঘটনার পর নড়েচড়ে বসেছে বোর্ড। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বুমরাকে সেই সিরিজেই দলে রাখা হবে, যেখানে তিনি প্রত্যেকটি টেস্ট খেলতে পারবেন। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি দল নির্বাচনের আগে বুমরার ফিটনেস রিপোর্ট বোর্ডের কাছে জমা করতে হবে।

জয়ী পাকিস্তান

ফ্লোরিডা : শেষ টি-২০ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১৩ রানে হারিয়েছে পাকিস্তান। এর সুবাদে তিন ম্যাচের সিরিজ ২-১ ব্যবধানে পকেটে পুরে নিলেন সলমন আগারা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৮৯ রান তুলেছিল পাকিস্তান। জোড়া হাফ সেঞ্চুরি করেন দুই ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান (৫৩ বলে ৭৪) ও সাইম আয়ুব (৪৯ বলে ৬৬)। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৭৬ রানের বেশি তুলতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

লিস্টনের জোড়া গোল, জিতল মোহনবাগান

মোহনবাগান ৪ বিএসএফ ০
(মনবীর, লিস্টন ২, সাহাল)

গোলের পর লিস্টনের উচ্ছ্বাস।

প্রতিবেদন : প্রত্যাশামতোই ডুরান্ড কাপে টানা দ্বিতীয় জয়ের মুখ দেখল মোহনবাগান। সোমবার কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে প্রতিপক্ষ বিএসএফকে ৪-০ গোলে হারালেন লিস্টন কোলাসোরা। তবে একগাদা সুযোগ নষ্ট না করলে, জোসে মোলিনার দলের জয়ের ব্যবধান দ্বিগুণ হতেই পারত।

মরশুমের শুরুতেই আগুনে ফর্মে রয়েছেন লিস্টন। আগের ম্যাচে জোড়া গোল করার পর, এদিনও জোড়া গোল করলেন গোয়ান উইঙ্গার। শুরু থেকেই দাপট দেখিয়ে ২৪ মিনিটেই মনবীর সিংয়ের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মোহনবাগান। প্রতিপক্ষ বক্সে চমৎকার ক্রস ভাসিয়েছিলেন রোশন সিং। হেডে বল জালে জড়ান মনবীর। বিরতির আগেই ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ এসেছিল মোহনবাগানের সামনে। একবার লিস্টনের ফ্রি-কিক কোনওরকমে রুখে দেন বিএসএফ গোলকিপার। আরও একবার বক্সের মধ্যে ফাঁকায় বল পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন অনিরুদ্ধ থাপা। তবে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা হওয়ার মিনিট আটেকের মধ্যেই অবশ্য লিস্টনের গোলে ২-০। সাহালের পাস থেকে বল পেয়ে চকিত ড্রিবলে বিপক্ষের দুই ফুটবলারকে টপকে চমৎকার প্লেসিংয়ে গোল করেন লিস্টন। পাঁচ মিনিট পরেই ব্যক্তিগত দ্বিতীয় তথা দলের তিন নম্বর গোলটি করেন লিস্টন। এবার বাঁ প্রান্ত দিয়ে বল নিয়ে বিপক্ষ বক্সে ঢুকে পড়ে ডান পায়ের টোকায় গোল করেন তিনি। ৬১ মিনিটে ৪-০ করেন সাহাল।

তবে চার গোলে জিতেও অস্বস্তিতে সবুজ-মেরুন শিবির। গ্রুপ 'বি'-তে ডায়মন্ড হারবার ও মোহনবাগান দু'টি করে ম্যাচ খেলে ৬ পয়েন্ট পেয়েছে। কিন্তু গোল পার্থক্যে এগিয়ে শীর্ষে রয়েছে ডায়মন্ড হারবার। সরাসরি পরের রাউন্ডে ওঠার জন্য তাই শেষ ম্যাচে ডায়মন্ড হারবারকে হারাতেই হবে লিস্টনদের। সব বিদেশি ফুটবলাররা এখনও এসে পৌঁছননি। যে দু'জন ইতিমধ্যেই দলে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে টম অলড্রেডকে রেখে এদিন প্রথম দল সাজিয়েছিলেন জোসে মোলিনা। বিরতির পর বাগান কোচ দেখে নিলেন আলবার্তো রডরিগেজকেও।

বাংলার অনূর্ধ্ব ২৩ দলের কোচ হিসেবে কাজ শুরু করলেন ঋদ্ধিমান সাহা। তিনি বলেন, আমি লম্বা মিটিংয়ে বিশ্বাসী নই। ছোট ছোট কথায় আসল জায়গা ধরিয়ে দেব। স্কিলের উপর জোর দিতে চাই। কারও ব্যক্তিগত লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। খেলতে হবে একটা দল হিসেবে।

টানা পঞ্চম হার মহামেডানের

প্রতিবেদন : ইনভেস্টর সমস্যা ও ফিফার ট্রান্সফার ব্যানের ধাক্কায় জর্জরিত মহামেডান স্পোর্টিং। এর প্রতিফলন পড়ছে মাঠেও। কলকাতা লিগে হেরেই চলেছে সাদা-কালো বাহিনী। সোমবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে পিয়ারলেসের কাছে ০-১ গোলে হেরেছে মেহরাজউদ্দিনের দল। যা লিগে মহামেডানের টানা পঞ্চম হার। ডুরান্ডের দুটো ম্যাচ ধরলে, শেষ সাতটা ম্যাচেই হেরেছে তারা! এদিন পিয়ারলেসের বিরুদ্ধেও

ছন্নছাড়া ফুটবল খেলেছে মহামেডান। সমর্থকরা আশায় ছিলেন, এই ম্যাচ থেকে প্রিয় দল ঘুরে দাঁড়াবে। কিন্তু তা আর হল কই! অন্যদিকে, এবারের কলকাতা লিগে বেশ ভাল ফর্মে রয়েছে পিয়ারলেস। এদিন তারা মনোরঞ্জন সিংয়ের গোলে জয় ছিনিয়ে নিল। ফলে সাত ম্যাচ খেলে চারটিতে জয় পেল পিয়ারলেস। এদিকে, লিগে এখনও জয় অধরা মহামেডানের। ছ'টি ম্যাচ খেলে তারা পাঁচটিতেই হেরেছে। ড্র করেছে একটি। ফলে, মাত্র এক পয়েন্ট ঝুলিতে নিয়ে গ্রুপের তলানিতে সাদা-কালো বাহিনী।

সেরা সোহিনী

প্রতিবেদন : লেকটাউন সুইমিং পুলে অনুষ্ঠিত হল অনূর্ধ্ব ১৪, ১৭ এবং ১৯ বালক-বালিকা বিভাগের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা বিদ্যালয় সুইমিং বাছাই পর্ব। আয়োজক সাব ডিভিশনাল কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস, বিধান নগর। জেলা সম্পাদিকা অণিমা মণ্ডিল, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মানস পাল এবং সাব ডিভিশন সম্পাদক শুভ্র ঘোষ পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন ডিওপি সোমনাথ দত্ত। অনূর্ধ্ব ১৭ বালিকা বিভাগে ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে সোহিনী দত্ত প্রথম হয়। অনূর্ধ্ব ১৯ বালিকা বিভাগে মেঘুল ঘোষ তিনটি প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজ্য প্রতিযোগিতায় খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। অনূর্ধ্ব ১৪ বালক বিভাগে স্বর্ণদীপ চট্টোপাধ্যায় ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ৫০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক এবং ১০০ মিটার বাটারফ্লাই বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

মাঠে ময়দানে
5 August, 2025 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২০২১-এর গাব্বা জয়ের জ্যাকেট পরে এদিন ধারাভাষ্য দেন গাভাসকর। জয়ের পর বলে ওঠেন লাকি জ্যাকেট-লাকি জ্যাকেট

ভয়ঙ্কর সিরাজে রুদ্ধশ্বাস জয়

লন্ডন, ৪ অগাস্ট : ৫৪ বছর আগের একটা সাদা-কালো ছবি। কালের প্রলেপে কিছুটা ধূসর। কিন্তু সোমবারের দ্য ওভালে এই মুছে যাওয়া ছবিই ভীষণ প্রাসঙ্গিক হয়ে গেল মহম্মদ সিরাজের হাত ধরে।

’৭১-এর ভগবৎ চন্দ্রশেখর। এলোমেলো চুল। কব্জির বোতাম আটকানো শার্ট। ইতিহাস ঘাঁটলে এখনই উঠে আসবে ৩৮ রানে ৬ উইকেট। ওভালে ভারতের প্রথম জয়। চন্দ্রশেখরের সেই জমানায় উইকেট পেলে বড়জোর সতীর্থদের পিঠ চাপড়ানি জুটত। এখন সময় বদলেছে। তাই রোনাল্ডো স্টাইলে লাফিয়ে উঠে সি-উ-উ...। চন্দ্রর মতো সিরাজও কীর্তি খোদাই করে গেলেন ঐতিহাসিক ওভালে। পঞ্চাশ বছর পর আবার কেউ ইতিহাস খুঁড়লে বেরিয়ে আসবে এক তথ্য। বিষাক্ত ইয়র্কারে অ্যাটকিনসনের বোল্ড হওয়ার ঘটনা। ধূসর ছবিও। সুনীল গাভাসকরের ভাষায় যা টেনিসের ফাইনাল সার্ভ। ফাইনাল পয়েন্ট।

শেষদিনে ছোট্ট ম্যাচ। কিন্তু ব্যাপ্তিতে বিশাল। ৩৫ রান নিয়ে নেমেছিল ভারত। ইংল্যান্ড জিতলে ৩-১। হারলে ২-২। টেস্ট ক্রিকেট কেন এখনও লোক টানে মাঠে সেটা বুঝতে এই এক তথ্যই যথেষ্ট। যতক্ষণ ম্যাচের ফয়সালা হয়নি, কেউ চোখ ফেরাতে পারেনি বাইশ গজ থেকে। শেষ মুহূর্তে পুলওভারের ভিতর স্লিংয়ে হাত ঝুলিয়ে ব্যাট করতে নেমেছিলেন ক্রিস ওকস। নন স্ট্রাইকার এন্ডেই ছিলেন। দাঁড়িয়ে দেখলেন অ্যাটকিনসনের আউট। তবে চোট পাওয়া অলরাউন্ডারকে যতটা পারলেন সাবাসি দিয়েছেন শুভমনরা। এটাই জেন্টলম্যানস গেম।

সকালে ৩৩৯-৬ নিয়ে খেলতে নেমেছিল ইংল্যান্ড। ম্যাচ ও সিরিজের তখন দোদুল্যমান চেহারা। নজর দু’জনের দিকে। জেমি স্মিথ ও সিরাজ। এই দু’জনের হাতে ছিল সিরিজের ভাগ্য। কিন্তু স্মিথকে (২) সিরাজ ফিরিয়ে দেওয়ার পর ম্যাচ ঘুরে গেল ভারতের দিকে। এরপর ওভার্টনও (৯) সিরাজের শিকার। টাঙ্গের (০) উইকেট গেল প্রসিধের ভয়ঙ্কর ইয়র্কারে। তবে শেষটা সেই সিরাজের হাতে। ১০৪ রানে ৫ উইকেট। প্রসিধের ১২৬ রানে ৪। একটি উইকেট নিয়েছেন আকাশ দীপ।

সিরাজ পরে বলছিলেন তিনি স্রেফ নিজের প্ল্যানেই আটকে ছিলেন। শুধু নির্দিষ্ট জায়গায় বল রেখে গিয়েছেন। তাতেই সাফল্য এসেছে। সকালে তাঁর তিন উইকেট। ইংল্যান্ড এই ধাক্কা সামলাতে না পেরে ২৮ রানের মধ্যে গুটিয়ে গিয়েছে। কেন ভারতীয় সিমারদের এই চাপ তারা নিতে পারেনি। তার একটা বড় কারণ হল ওভালে এদিন বল যা সুইং করেছে, তা প্রথম দিনও করেনি। ফলে নতুন বল ৮০ ওভারের পর ডিউ হয়ে গেলেও শুভমন সেটা নেননি। পুরনো বলেই ইংল্যান্ডকে শেষ করে দেওয়া গিয়েছে।

’৭১-এর ওভালে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে করেছিল ৩৫৫ রান। জবাবে ভারতের রান ছিল ২৮৪। দ্বিতীয় দফায় বিধ্বংসী চন্দ্রর সামনে ১০১ রানে গুটিয়ে যায় অ্যালান নটের দল। ভারত ৬ উইকেটে ১৭৪ রান করে ম্যাচ জিতে নিয়েছিল ৪ উইকেটে। চন্দ্রর ছয় উইকেটের পাশে বেদির ছিল দুই উইকেট। একটি উইকেট নিয়েছিলেন ভেঙ্কটরাঘবন। দ্বিতীয় ইনিংসে সরদেশাইয়ের ৪৫ রানের পাশে ৪০ রানে নট আউট ছিলেন অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকর। ঐতিহাসিক ওভাল টেস্টের দুই ইনিংসে সানি গাভাসকরের রান ছিল ৬ ও ০। দু’বারই তিনি জন স্নো-র শিকার হয়েছিলেন। সানি অবশ্য এদিন মাঠেই ছিলেন ভাষ্যকার হিসাবে। বলছিলেন এই জয় গাব্বা জয়ের থেকেও বড়।

৫৪ বছর আগের ওভাল জয়ে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন ভারতের তিন স্পিনার। এখানে উইকেট ভাগাভাগি করে নিলেন তিন সিমার সিরাজ, প্রসিধ ও আকাশ দীপ। জয়ের পর তিনজনই হাতে জয়ের স্মারক উইকেট নিয়ে ছবিতে পোজ দিলেন। কালে-দিনে এই ছবিও একদিন ধূসর হয়ে আসবে। কিন্তু থেকে যাবে এক পিছিয়ে থাকা তরুণ দলের সমতায় ফেরার কাহিনি। যতদিন ক্রিকেট থাকবে, গাব্বা, ওভালের জয়-কাহিনি এই খেলাটাকেই সমৃদ্ধ করে রাখবে।

স্কোরবোর্ড

ভারত : ২২৪ ও ৩৯৬, ইংল্যান্ড : ২৪৭ ও (গতকালের ৩৩৯/৬-এর পর)

জেমি স্মিথ ক জুরেল বো সিরাজ ২, জেমি ওভার্টন এলবিডব্লিউ বো সিরাজ ৯, গাস অ্যাটকিনসন বোল্ড সিরাজ ১৭, জস টাং বোল্ড প্রসিধ ০, ক্রিস ওকস অপরাজিত ০। অতিরিক্ত : ২৩। মোট (৮৫.১ ওভারে অলআউট) : ৩৬৭ রান। বোলিং : আকাশ দীপ ২০-৪-৮৫-১, প্রসিধ কৃষ্ণ ২৭-৩-১২৬-৪, মহম্মদ সিরাজ ৩০.১-৬-১০৪-৫, ওয়াশিংটন সুন্দর ৪-০-১৯-০, রবীন্দ্র জাদেজা ৪-০-২২-০।

’৭১-এর ওভালে চন্দ্রশেখর। (ডানদিকে) ৫৪ বছর পর সেই ওভালে উইকেট নিয়ে সিরাজের উচ্ছ্বাস।

স্ক্রিনশটে বিলিভ বিশ্বাস ছিল জিতে ফিরব

ওভালে জয়ের পর মাঠ ছাড়ছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। এই জয়ের পরে সিরিজ ২-২ হয়ে গেল সোমবার।

লন্ডন, ৪ অগাস্ট : ঘুম থেকে উঠে গুগল থেকে রোনাল্ডোর ছবি-সহ স্ক্রিনশট নামিয়ে নিয়েছিলেন মহম্মদ সিরাজ। তাতে লেখা ছিল বিলিভ। এই বিশ্বাসটা রাখতে চেয়েছিলেন পঞ্চম দিন। বাকিটা ইতিহাস। ৫৪ বছর আগে এই ওভালে ৩৮ রানে ৬ উইকেট নিয়ে ভারতকে ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম সিরিজ এনে দিয়েছিলেন ভগবৎ চন্দ্রশেখর। সোমবার ৫ উইকেট নিয়ে একই কাজ করলেন সিরাজ। ভারত সিরিজ না জিতলেও ওভালে জিতে সমতা ফিরিয়েছে।

সিরাজ বলছিলেন, আমি খুব বেশি পরিকল্পনা করে মাঠে নামিনি। ঠিক করেছিলাম বাউন্ডারি হলে হোক, একটা জায়গায় বল করে যাব। আগের দিন বাউন্ডারির সামনে ব্রুকের ক্যাচ হাতছাড়া করেছিলেন। বল হাতে জমিয়েও তিনি লাইনের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। এজন্য প্রচুর সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। ব্রুক তখন টি-২০ মুডে ব্যাট করছিলেন। শেষদিনে সব সমালোচনার জবাব দিলেন হায়দরাবাদের তরুণ। সিরাজ বলছিলেন, ওই ক্যাচটা নিতে পারলে হয়তো আজ আর মাঠে আসতেই হত না। সকালে যখন মাঠে নেমেছিলেন, তখন হাতে মোটে ৩৫ রান। ভেবেছিলেন এখান থেকে জেতা সম্ভব? সিরাজের জবাব, হ্যাঁ, জিতব বলে বিশ্বাস ছিল। জানতাম কিছু একটা ঠিক করব। সিরিজে সবথেকে বেশি উইকেট তাঁর। আর ওভালে নিলেন ৯ উইকেট। তারমধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ফাইফার। ফলে প্রত্যাশিতভাবেই তিনি ম্যাচের সেরা হয়েছেন। সিরাজ অবশ্য কৃতিত্ব ভাগ করে নিলেন সতীর্থদের সঙ্গে। বলছিলেন, সফরের প্রথম দিন থেকে সবাই লড়েছে। বিশ্বাস করেছিলাম, আমরা পারব।

টেল এন্ডার হিসাবে নেমে সিরাজ কিন্তু লর্ডসে ব্যাট হাতেও অসাধারণ খেলেছিলেন। জাদেজার সঙ্গে মিলে লম্বা পার্টনারশিপ খেলেন। সেই ইনিংসে সিনিয়র পার্টনার হিসাবে জাদেজা শুধু তাঁকে তখন পরামর্শ দেননি, পাশাপাশি সিরাজকে মোটিভেশন জোগাতে এটাও বলেছিলেন যে, বাবার কথা ভাব। বাবার কথা মনে কর। এদিন খেলার শেষে ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিতে এসে মাইক আথারটনকে এই তথ্য জানালেন সিরাজ। অনেকেই জানেন হায়দরাবাদের রাস্তায় অটো চালিয়ে ছেলেকে ক্রিকেটার বানিয়েছিলেন তাঁর বাবা। কিন্তু ছেলের আফসোস এইজন্য যে, বাবা তাঁর সাফল্য দেখে যেতে পারেননি।